Tears on Tombstone

Sudhananda Chatterjee

SAHITYA SADAN
65A, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta-9

সাহিত্য সদন
৬৫এ, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

TEARS ON TOMBSTONE
Sudhananda Chatterjee

অশ্রু শিলালেখ
সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

First Published :
15 August, 1965

প্রথম প্রকাশ :
১৫ আগষ্ট, ১৯৬৫

Published by :
S. B. Dutt
on behalf of
Sahitya Sadan (B.C.L.C.)
65A, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta-9

প্রকাশক :
সুবোধ বিকাশ দত্ত
সাহিত্য সদন (বি.সি.এল.সি.)
৬৫এ, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

Printed by :
C. De
Aurora Printers
57, Sreegopal Mallik Lane,
Calcutta-12

মুদ্রক :
চিত্তজিৎ দে
অরোরা প্রিণ্টার্স
৫৭, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা-১২

Cover & Display
M. Barua

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ :
মানব বড়ুয়া

Index :
S. Chatterjee
S. Debi

সূচীগ্রন্থক :
সৌরানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সরমা দেবী

Price : Rs. 10·00 ; $ 2·00 ; £ 1/- মূল্য : ১০ টাকা ; ২ ডলার ; ১ পাউণ্ড

DEDICATED

to

Respectful memory of
my revered father,
late Nilananda Chatterjee

&

esteemed father-in-law
late Panchanon Ganguly

and

dear brother-in-laws
late Mrityunjoy Mukherjee,
late Santosh K. Mukherjee

&

late Dhurjati Ganguly.

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পিতৃদেব ৺নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায়,

পরম পূজনীয় ৺পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়,

শ্রদ্ধাস্পদ ৺মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়,

শ্রদ্ধেয় ৺সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

ও

স্নেহভাজন ৺ধূর্জটী গঙ্গোপাধ্যায়ের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

উপহার

By the same Author :

Bridges of Calcutta & its Surroundings Rs. 4·00

The Technical Journals & India Pvt. Ltd.

গ্রন্থকার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ

জীব ও জঠর ১ টাকা

—সংহতি প্রকাশনী

প্রয়োগ বিজ্ঞান কথা ৩ টাকা

—বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন

সুর ও সুরভি ৩ টাকা

—আনন্দ পাবলিশার্স

পৃথিবী পরিক্রমা ৫ টাকা

—আনন্দ পাবলিশার্স

CONTENTS

সূচীপত্র

ভূমিকা

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শুধু কবি নন, কাব্যরসিক। তাই কবিতার সন্ধানে তাঁর দৃষ্টি এমন জায়গায় গিয়েছে যেখানে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি যায় না। ফলে তিনি এমন একটি অনাবিষ্কৃত কাব্যলোকের সন্ধান পেয়েছেন যেখানে কাব্যলক্ষ্মী করুণাঘনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রিয়জন মারা গেলে আত্মীয়গণ তাকে সমাধিস্থ ক'রে সমাধির উপর প্রস্তর ফলক উৎকীর্ণ ক'রে তাদের শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ক'রে থাকে। এইভাবে প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ যে অসংখ্য কাব্যকণিকা নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে তিনি তাদের সংগ্রহ করেছেন, সেগুলি লেখা ইংরাজিতে, কারণ সাধারণতঃ খৃষ্টান সম্প্রদায়ই এই রীতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি লিপিবদ্ধ করেন। তিনি সংগ্রহ ক'রে ক্ষান্ত হন নি, সে গুলিকে বাংলা কবিতায় অনুবাদ ক'রে বাংলা ভাষাকে উপহার দিয়েছেন।

মৃত্যু যখন প্রিয়জনকে অকরুণ হস্তে অপহরণ করে তখন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মনে যে মর্মান্তিক শোকের উদয় হয় তার তুলনা হয় না। তার সংঘাতে মনে যে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ মথিত হ'য়ে ওঠে তা' উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রেরণা জোগাতে সক্ষম। তাই দেখা যায় সমাধির উপর যে কবিতা প্রস্তরে উৎকীর্ণ হয় তা' সাধারণতই মর্মস্পর্শী হয়। অথচ যাঁরা এই কাব্যকণিকাগুলি রচনা করেন তাঁরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কবিতা রচনায় আদৌ পটু নন।

এই কাব্যকণিকাগুলির বৈচিত্র্যই বা কত রকমের। কোথাও মৃত পতির জন্য শোকার্ত বিধবা তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। কোথাও হারানো প্রিয়ার জন্য স্বামী তাঁর হৃদয় বেদনা জ্ঞাপন করেছেন। কোথাও অকালে ঝ'রে-যাওয়া নবীন প্রাণের বিয়োগ ব্যথায় আতুর জনক বা জননী মর্মব্যথা জানিয়েছেন। কোথাও মৃত ভ্রাতার জন্য ভগিনীর অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে। কোথাও ভগিনীর জন্য ভ্রাতার মন কেমন করেছে। সুধানন্দবাবুর এই ব্যাপক সংগ্রহে তাদের সকলেই স্থান পেয়েছে। করুণরসের যে কত বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ হতে পারে এগুলি তার নিদর্শন।

তাদের সকলকে ছাড়িয়ে আরও একটি বিচিত্র সুর ধরা পড়ে। ভারি আশ্চর্য কথা, মৃত্যুর নির্মম আঘাতে শোকবিমূঢ় হয়েও মানুষ আশাবাদী থাকে। মৃত্যুর সর্বগ্রাসী সংহার রূপের কাছে নতি স্বীকার করতে চায় না। তাই দেখি, এত যে বেদনার বাণী নানা প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যে সুরটি বড় ক'রে শোনা যায় তা হ'ল মরণ সব কিছু কেড়ে নিতে পারে না, মরণের সর্বগ্রাসী অন্ধকারে প্রিয়জন সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় না। শোকাতুর হৃদয় নিয়েও একজন বলেছেন:

আশার বেদীতে রাখা
নয়নের জলে ঢাকা
স্মৃতিটুকু রয় হৃদয়েতে আঁকা।

তার প্রতিধ্বনি ক'রে অপর একজন বলেছেন:

যে বাঁধনে আছে বাঁধা
মরণ ছিঁড়িতে নারে
প্রণয় স্মরণ গাথা
কভু কি হারাতে পারে?

এইসব দেখে আমার মনে হয় শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের এই শ্রম স্বীকার সার্থক হয়েছে। যা অনাবিষ্কৃত ছিল সে কাব্যলোককে আবিষ্কার ক'রে, তা হতে চয়ন ক'রে কাব্যকণিকা সংগ্রহ ক'রে তাকে বাংলায় অনুবাদ ক'রে আমাদের নিকট তিনি স্থাপন করেছেন। কবিতাগুলি সংখ্যায়ও কম নয়, মোট তিন শতের মত হবে। কবিতার করুণরূপের বৈচিত্র্যের আস্বাদ দিয়ে তাঁর এই অনুবাদ গ্রন্থখানি যে সার্থক হ'য়ে উঠবে এমন আশা করবার সঙ্গত কারণ আছে।

১লা বৈশাখ, ১৩৭২

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

পৃথিবীর প্রথম আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে সময়ের অক্ষরেখা ধ'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। জন্ম ও মৃত্যুর দুই প্রান্ত সীমার মধ্যে প্রসারিত মানুষের দুর্লভ জীবন। এই অনিশ্চিত জীবনে হৃদয়বৃত্তির এক বিশেষ স্থান আছে। সেখানে একদিকে গড়ে ওঠে ঈর্ষা, নীচতা অপরদিকে গড়ে ওঠে ভক্তি, প্রেম, মৈত্রী, প্রীতি ও স্নেহ। এই ভক্তি প্রেম প্রীতি ও স্নেহের পাত্র-পাত্রীরা আমাদের জীবনের চলার পথের নানা সময়ের সহযাত্রী হন। এই সহযাত্রার নিত্যপথে এঁরা হঠাৎ যখন ধরণী থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে যান তখন অকৃতজ্ঞ, অধম, অসূয়াপরায়ণ মানুষ ছাড়া সকলেই তাঁদের কথা ও কীর্তি স্মরণ করা মানবিক ধর্ম ও স্বাভাবিক কর্তব্য বলে মনে করেন। শ্রদ্ধা নিবেদনের এই সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের কোমল তন্ত্রীতে করুণ সুরে বাঁধা। হয়তো বর্তমানের নানা মতবাদীদের চিন্তাধারায় এর গতিপথ কিছু ব্যাহত হচ্ছে তবুও এই স্বতঃস্ফূর্ত সুকুমার প্রবৃত্তির পরিপ্রকাশের ধারা মানুষের জীবনে সাহিত্য গড়ে ওঠার আদি পর্ব থেকেই সুপ্রচলিত। যখন ভাষা উদ্ভাবিত হয় নি, সেই প্রাগৈতিহাসিক বর্বর যুগের কাহিনী আমাদের সম্যক জানা নেই। তবে সভ্যতার আদিম যুগে ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিরা যখন আশ্রম জীবন যাপন করতেন, তখন আমরা দেখতে পাই অনন্য সাধনায় নিমগ্ন দস্যু রত্নাকর, মহর্ষি বাল্মীকি রূপে একদিন কলস্বনা তমসা তটিনীর তরঙ্গায়িত তীরে বিস্তীর্ণ বিটপীর স্নিগ্ধ ছায়াছন্ন আশ্রম কুটীরের পর্ণ দেহলিতে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সেই সময় শবর বাণবিদ্ধ এক ক্রৌঞ্চ পক্ষী সম্মুখের অঙ্গন তলে সশব্দে নিপতিত হ'ল। ঊর্ধ্ব আকাশে প্রিয় বিরহে ক্রন্দনধ্বনি তুলে সাথীহারা সহচর বিহঙ্গম শরবিদ্ধ গতায়ু পক্ষীর চারিদিকে

চঞ্চল হয়ে উড়ে চলেছে। কিছুকাল পরে কালান্তক যমের মত আশ্রম প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হ'ল অসিতকৃষ্ণ নধর নিটোল তনু এক নিষাদ। শোকাভিভূত চিত্ত মহর্ষি বাল্মীকির সম্মুখে ধরণীতলে বাণাহত মৃত ক্রৌঞ্চ, আকাশ মার্গে ক্রন্দনশীল সাথী ক্রৌঞ্চ ও নিষ্করুণ নির্দয় হৃদয় নিষাদকে যুগপৎ দেখে বিমূঢ় চিত্তে গভীর বেদনার আবেগে কণ্ঠ হতে স্বতঃস্ফূরিত হ'ল, মর্মন্তুদ বেদনার অরুন্তুদ শোকের বাণী :

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

সহসা মহা ঋষি হয়ে উঠলেন সংস্কৃত কাব্যের আদি মহাকবি, কবিগুরু, ভারতের শিরঃ চূড়ামণি, রামায়ণ প্রণেতা মহামুনি বাল্মীকি। এই শ্লোকবদ্ধ সামান্য ছন্দোবদ্ধ রচনা কত মর্মভেদী অথচ স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, অশ্রুসজল ও বেদনার বাষ্পে পূর্ণ। এই কয়েকছত্র শ্লোকই রামায়ণ মহাকাব্যের প্রেরণা দিয়েছিল দরদী কবি মনে, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের পৌরাণিক যুগের আদিতে। শোকের মর্মস্থান হ'তে স্বতঃ উদ্ভূত ব'লেই একে বলা হয় শ্লোক। কিন্তু আশ্চর্য! সেই স্তম্ভিত মুহূর্তে নির্গত হয় নি অজস্রধারায় ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের স্রোতস্বিনী।

এমনিই এক নিদারুণ ক্ষণে আড়াই হাজার বছরেরও আগে বাণবিদ্ধ হংসবলাকা এসে পড়েছিল শুদ্ধোধন তনয় সিদ্ধার্থের সম্মুখে। সেই বেদনা-বিধুর মুহূর্তে কোন সে ছন্দোবদ্ধ বাণী রাজকুমার শাক্যসিংহের কণ্ঠ হতে নিঃসরিত হয়েছিল, না শুধুই এক বিন্দু অশ্রু? ইতিবৃত্ত আজও সেখানে নির্বাক। কেউ লিখে রাখে নি বুদ্ধ জীবনচরিতে সে কাহিনী—সিদ্ধার্থ কি বলেছিলেন সেই শোকাহত মুহূর্তে। তবে এ শোকসন্তপ্ত বেদনা নব বুদ্ধ-জীবন লাভে উদ্বুদ্ধ করেছিল শুদ্ধোধন তনয় সিদ্ধার্থকে একথা অনস্বীকার্য এবং পরে প্রমাণিত হয়েছিল তাঁর বোধিজ্ঞান লাভে।

প্রাক্ কাব্যিক বৈদিক যুগ থেকে হিন্দু শাস্ত্র মতে শ্রাদ্ধ তর্পণের বিধি প্রচলিত। সেই শ্রাদ্ধ তো বিগত মহৎ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনেরই নামান্তর মাত্র। পিতৃপক্ষের প্রতিপদে এর প্রারম্ভ ও মহালয়ায় তার উদ্‌যাপন। প্রাচীন বৈদিক যুগের আদিপর্বে প্রধান চার দেবতার

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও প্রজাপতির—তর্পণ পিতৃপক্ষে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এক শাস্ত্রীয় নিদর্শন মাত্র। শ্রদ্ধা নিবেদনের মহামানব ঋষি ও দিব্যপিতৃগণ আজ বহু যুগের ব্যবধানে দণ্ডায়মান কিন্তু সে তর্পণ ধারায় দেবতার পরই মানুষের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল ঋষি ও দেবপিতৃগণের পূর্বে। কোথায় সেই মরীচি, অত্রি, অঙ্গীরস, পুলস্ত্য, পুলহস্ত, ক্রতু, প্রচেতঃ বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ? কোথায় সেই পঞ্চশিখ মনুষ্য—সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল আসুরি? কোথায় বৈয়াঘ্রপাদ গোত্র জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম, কোথায় শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ও রামানুজ লক্ষণ? কোথায় ধর্মরাজ যম? কোথায় সেই দিব্যপিতৃগণ—অগ্নিষা ও সৌমঃ, হবিষ্মন্তঃ, সুকালিনঃ, বর্হির্ষদঃ ও আজ্যপাঃ? বহুযুগ পূর্বে এঁরা ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র তাঁদের কীর্তিকথা স্মরণ ক'রে তাঁদের প্রতি আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত যুগযুগান্ত ধ'রে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে চলেছে। নবপর্যায়ের শিক্ষায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মান বর্তমানে হয়তো কিছু ম্লান হয়েছে কিন্তু এ নির্দেশ যে শাশ্বত সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একথা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যোত্তর যুগে ব্যক্তিপূজার প্রচলন হয়।

বৈষ্ণব সাধনার বাহ্যিক মুখর প্রকাশ হ'ল কীর্তন। তারই মাধ্যমে তিরোহিত মহাজনদের স্মরণে 'শোচক' বা 'সূচক'-কীর্তন করার পদ্ধতি প্রচলিত করান বৃন্দাবনের প্রভুপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামী কিন্তু শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অপ্রকট কাল সুনির্দিষ্ট না থাকায় এঁদের স্মরণে 'শোচক' কীর্তন করার বিধি নেই। পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব সাধকগণের মহাপ্রয়াণে "শোচক কীর্তন" করার রীতি আজও বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রচলিত।

প্রাক্ রাবীন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যে মনীষি ব্যক্তির মহাপ্রয়াণে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে স্মরণ কবিতা রচনার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাপ্রয়াণে তাঁর উদ্দেশ্যে স্মরণ কবিতা রচনা করেন মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ বিখ্যাত কবিরা। কবি মাইকেল মধুসূদন আত্মবিস্মৃত পরাধীন বাঙ্গালী জাতির কথা স্মরণ করেই বোধহয় মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বে নিজের সমাধিলিপি নিজেই রচনা করে যান, দৈবক্রমে তা হাসপাতালে অবলোপের কবল হতে রক্ষা পায়। বাংলা সাহিত্যে এও এক নবীন ধারার ও নূতন পদ্ধতির

প্রথম প্রচলন খ্রীষ্টধর্মীয় নিয়মানুসারে। এর পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, বন্দেমাতরম মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে বহু ভক্ত কবিগণ তাঁদের স্মরণে কবিতা রচনা করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণে কবিশেখর কালিদাস রায় ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ লিখলেন "চিত্তচিতা"। বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম লিখলেন "চিত্তনামা"। প্রখ্যাত কবিরা অজস্র স্মরণ কবিতা ও ক্ষুদ্র স্মরণ গ্রন্থ প্রভৃতি রচনা করলেন।

ক্ষুদ্র স্মরণ কবিতার প্রকৃত সার্থক প্রবর্তক হলেন বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পাল, কাব্যযুগন্ধর, বিশ্বকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর অমর স্মরণ কবিতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণে—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

শরৎচন্দ্রের দেহাবসানে—

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধ'রি।"

শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের তিরোধানে রচিত স্মরণ কবিতাটি—

"রেখার রঙের তীর হ'তে তীরে
ফিরেছিল তব মন
রূপের গভীরে হয়েছিল নিমগন
গেল চলি তব জীবনের তরী
রেখার সীমার পার
অরূপ ছবির রহস্য মাঝে
অমল শুভ্রতার॥"

এগুলি তাঁর এক অক্ষয় কীর্তিতে সমুজ্জ্বল। লর্ড টেনিসনের 'IN MEMORIAM'-এর মত যৌবনে প্রেমময়ী সহধর্মিনীর তিরোধানে তিনি "স্মরণ" নামে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এ কাব্যগ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যে স্মরণ কবিতা গ্রন্থমালার অন্যতম।

স্মরণ কবিতাকে ছন্দোবদ্ধ ভাবে বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায়—

"স্মরণিকা নাম তার স্মরণের কণিকা
সূর্যের তেজ নেই আলো দেয় ক্ষণিকা।
হৃদয়ের কোষাগারে সে-যে মহা মণিকা;
কাব্যের সভাতলে নয় সে তো ধনিকা
প্রসূনের উপবনে জল ভেজা যূথিকা॥"

বিশ্বকবির মহাপ্রয়াণে শত শত স্মরণ কবিতা রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে স্মরণ কবিতা ও ইংরাজী মতে সমাধিলিপির স্বল্পতার কারণ অতি সহজ ও সরল। হিন্দু শাস্ত্রমতে মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করার সাধারণ পদ্ধতি। "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমন কুতঃ"। হিন্দু সমাজে শুধু সন্ত সন্ন্যাসী ছাড়া (চামার-মুচি ছাড়া) পাঞ্চভৌতিক দেহ পাবক শিখায় পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়; পার্থিব অবশেষ কিছুই থাকে না। খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মত কবর দেওয়ার রীতির প্রচলন না থাকায় হিন্দুর তিরোধানে 'সমাধিলিপি' বা 'স্মরণ কবিতা' রচনার ব্যাপারই ছিল না। ফলে স্মরণ কবিতা সংখ্যায় প্রচুর পরিমাণে রচিতও হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানে রবীন্দ্রনাথ যখন নবীনচন্দ্রকে সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে শোকসভা ডাকলেন, তখন নবীনচন্দ্র সভা ডেকে শোক প্রকাশ করার বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেন। তবে বর্তমানে এটি সুপ্রচলিত রীতিতে দাঁড়িয়েছে। এই স্মরণ কবিতা ও সমাধিলিপি বিস্তর গড়ে উঠেছিল ইউরোপ মহাদেশে নানা লোকোত্তর ব্যক্তির সমাধি প্রস্তরের ফলকে।

প্রাচীন সমাধিলিপির উৎস সন্ধানে আমরা তার কিছু কিছু নিদর্শন পেয়েছি প্রাচীন মিশরে, রোমে ও গ্রীসদেশে। গ্রীসের বীর সন্তানেরা থার্মোপলি রণাঙ্গনে যোগদানের পূর্বেই নিজেরা নিজেদের শেষকৃত্য সমাপন ক'রে যুদ্ধে গেছেন কেননা তাঁরা জানতেন সেই রণস্থল হ'তে তাঁদের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত এবং অনিবার্য মৃত্যুর সম্ভাবনাই সমাধিক ছিল। প্রাচীন গ্রীক্ চারণকবি "সাইমনিডাসের" রচনায় স্মরণ কবিতার এক অপূর্ব ইঙ্গিত পাই। মহামতি প্লেটোর উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর স্মরণ কবিতা বীরপূজারই এক অসামান্য প্রতীক। রোমক রাজত্বের মিশরীয় যুগে মৃতজনের সমাধিলিপির প্রচুর সন্ধান মেলে। ঐ যে বড় পিরামিড যা নীলনদের

কূলে কূলে স্থাপিত হয়েছিল তারাও তো মিশররাজদের অতীত কীর্তির মরণোত্তর বিরাট স্মরণগিরি বা প্রস্তরপুরী।

ইংরাজী সাহিত্যের আদিম যুগে (কবি চশারের পরবর্তী কালে) হেনরী হাওয়ার্ডের (১৫১৭-১৫৭৭) লেখা বন্ধু স্যার টমাস্ ওয়াইনের মৃত্যুতে "Of the death of Sir T. W" বেদনার এক মর্মবাণী অপূর্ব কৃতিত্বে ও ভাবের গভীরতায় লিপিবদ্ধ। এরপর এলেন বিখ্যাত কবি স্যার ওয়ালটার র‍্যালে (১৫৫২-১৬১৮), মহাকবি সেক্সপীয়ার (১৯৬৫-১৬১৬), বেন জনসন্ (১৫৭২-১৬৩৭), মহাকবি জন মিল্টন (১৫৯১-১৬৭৪), হেনরী ভগন্ (১৬২২-১৬৯৫), জন ড্রাইডেন (১৬৬১-১৭০০) টমাস্ গ্রে (১৭৬১-১৭৭১), লর্ড টেনিসন (১৮০৯-১৮৯২) প্রভৃতি বহু বিখ্যাত কবিরা।

পৃথিবী পরিক্রমার বিভিন্ন পর্বে নানা বিখ্যাত প্রাচীন গির্জায় তৎসন্নিহিত ও পৃথক বহু গোরস্থানে, বহু সমাধি ও সমাধিলিপি পরিদর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তার মধ্য থেকে মাঝে মাঝে বহু মনোজ্ঞ ও স্মরণীয় ছত্র যা আমার মনে রেখাপাত করেছিল তাও সংগ্রহ করি। আমার কিশোরকালে 'ষ্টেটস্‌ম্যান্' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভের বামে "ইন্ মেমোরিয়াম" শীর্ষক বিশিষ্ট বিজ্ঞাপনে বহু স্মরণ দোঁহার সঙ্গেও আমার কিছু পরিচয় ঘটে। আমি সেগুলি সযত্নে সংগ্রহ ক'রে রাখি। পরবর্তীকালে 'ওরিয়েণ্টাল্ ওবিচুয়ারী' (Oriental Obituary), বেঙ্গল অবিচুয়ারী প্রভৃতি সমাধিলিপি সংকলনগ্রন্থ জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার প্রভৃতিতে দেখার ও পড়ার সুযোগ হয়েছিল। এই সকল সূত্র থেকে মনের নিভৃতে এক ইংরাজী সংকলনের ইচ্ছা জাগে ও সেই সঙ্গে সেই কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ সংযোজন করারও বাসনা হয়। কিন্তু আশ্চর্য এই সব অনবদ্য সুন্দর স্মরণ কবিতাগুলির রচয়িতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খ্যাতিমান কবি নন। হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত, বেদনা-বিধুর ভাবের প্রকাশে সেগুলি বিরচিত। তবে অনেক ক্ষেত্রে খ্যাতিমান কবির বিখ্যাত ছত্রগুলির ও প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়, বিশেষ করে গ্রে সাহেব রচিত "এলিজি"র ছত্র থেকে। শোনা যায় সেক্সপীয়ার মধুসূদন দত্তের মত আপন সমাধিলিপি নিজেই লিখে যান। ক্ষেত্র ও পাত্র হিসাবে বিরহ বেদনার ও শোকের তারতম্য ঘটে। শোকের বেদনাকে এখানে চারিটি মুখ্যভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেই রকম পদ্ধতিতে কবিতা-

কণিকাগুলি সাজানোও হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রিয়তম-প্রিয়তমার বিরহে ভাবের গভীরে বিরচিত কাব্যিক স্মরণ কবিতা ও সমাধিলিপি। দ্বিতীয় পর্যায়ে হ'ল পিতৃ-মাতৃ-গুরুজন বিরহে সন্তান-সন্ততির শোকোচ্ছ্বাসব্যঞ্জক স্মরণ কবিতা বা সমাধিলিপি। তৃতীয় পর্যায়ে পুত্রকন্যার মৃত্যুতে পিতামাতা গুরুজন, স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ শোকসঞ্জাত স্মরণ কবিতা। চতুর্থ পর্যায়ে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের মহাপ্রয়াণে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগ বিধুর স্মরণ কবিতা। এই মুখ্য চারিটি বিভাগ ছাড়াও শোকব্যঞ্জক স্মরণ কবিতাগুলিকে নানা উপবিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন প্রিয়তমার মৃত্যুতে প্রিয়তমের শোক, প্রিয়তমের মৃত্যুতে প্রিয়তমার শোক, পিতার মৃত্যুতে সন্তানের শোক, মাতার মৃত্যুতে সন্তানের শোক ইত্যাদি।

এই চারিটি মুখ্য বিভাগে তিনশো স্মরণ কবিতা ও সমাধিলিপির সংকলনের প্রিয়তম-প্রিয়তমা বিরহে একশোটি, পিতৃমাতৃ বিয়োগে ষোলটি, সন্তান-সন্ততি বিহনে একচল্লিশটি, প্রিয়জন বিরহে একশো তেতাল্লিশটি স্মরণ কণিকা স্থান পেয়েছে। কোন ব্যক্তির সমাধির জন্য কোন যুগে এগুলি রচিত হয়েছিল তার উদ্ধৃতি এর ঐতিহাসিক মূল্যায়নে প্রচুর সাহায্য করতো সন্দেহ নেই কিন্তু অনেক স্থলে বিখ্যাত কবি গ্রে রচিত "এলিজির" একই কবিতার একই ছত্র বারম্বার বহু সমাধিলিপি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তার অনুধাবন এই সংকলনের উদ্দেশ্য নয়। তাই এই সন তারিখের হিসাব স্মরণ কবিতার কাব্যিক মূল্যের মান নির্ণয়ে কোন বিশেষ আলোকপাত করে না। এই সব তথ্যমূলক বৈশিষ্ট্য মূলতত্ত্বকে অকারণ কুজ্ঝটিকাবৃত ও ভারান্বিত করারই সম্ভাবনা। তাই সেই সংখ্যা গণিতের কূট আলোচনা থেকে নিজেকে নিরস্ত করেছি। এই ইংরেজী সংকলনে স্মরণ লিপির বাংলা ভাষায় অনুবাদের সামান্য প্রয়াস পেয়েছি। তাই এই ইংরাজী নবীশ পাঠকদের জন্য বাঁ দিকে ইংরাজী বিপরীত দিকে বাংলা অনুবাদ সংযোজিত হয়েছে। এই অনুবাদপর্বে কোথাও ভাবগত, কোথাও ভাষাগত ও ছন্দোবদ্ধ তরজমায় অনুবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। অনুবাদ পর্বে কবিশেখর কৃষ্ণধন দে ও কবি সন্তোষ কুমার দে-র কাছ থেকে বিশেষ তাগিদ ও অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ না করলে এর প্রকাশনা সম্ভব হ'ত না। এমন কি সন্তোষ কুমার দে-র অনুরোধে একদিন রবিবাসরের এক পাক্ষিক

সভায় বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিষয়বস্তুর কিয়দংশ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করি। রবীন্দ্রভারতীর সর্বজন শ্রদ্ধেয় উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের বাংলায় এক মনোজ্ঞ ভূমিকা রচনা ক'রে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার ঋণ স্বীকার ও কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। অনুবাদ প্রতিলিপিতে আমার অনুজ শ্রীমান্ সিদ্ধানন্দ, সোদর প্রতিম শ্রীগোবিন্দ মোদক, ইংরাজি টাইপে শ্রীশ্যামাপদ ঘোষ এবং বর্ণানুক্রমিক ইংরাজি ও বাংলা সূচীপত্রের সংকলনে শ্রীমান সৌরানন্দ ও শ্রীমতী সরমা এবং শ্রীঅসীম সেনের সাহায্য পুস্তকের গঠন পর্বে আমার অকারণ শ্রমকে প্রভূত পরিমাণে লাঘব করেছে। এই পুস্তক প্রকাশে জনসংযোগ স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা হ'ল আমার তরুণ বন্ধু স্নেহাস্পদ শ্রীশিশির নিয়োগী।

এই রচনা প্রকাশ বন্ধুবর শ্রীঅরিন্দম নাথের ঐকান্তিকতায় ও "আলোক-সরণি"র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীসঞ্জীব সরকারের প্রচেষ্টায় সম্ভব হল। ইতি—

দক্ষিণেশ্বর
১লা আষাঢ়, ১৩৭৭

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

INTRODUCTION

In Sanskrit literature poetry is expressed as a symphony of mellifluous diction. This mellifluence is founded on the fundamental philosophy of beauty derived from nine primŏr-dial principles. These nine tones or RASA are : (1) sensuality (sexuality or voluptuousness), (2) laughter, or laughableness, (3) pathos, (4) strangeness, surprise or wonder, (5) fury, (6) valour (heroism, bravado or gallantry), (7) repulsiveness, (8) horror and (9) serinity.

Theodre Walts defines absolute peotry as 'the concrete and artistic expression of the human mind in emotional and rhythmic language'. Still it does not touch all gamuts of poetic dictions and does not cover the complete domain of human emotion. During the Victorian era there could be no peotry without meter and without form.

Though poetry is a 'criticism of life' because it reveals the inner conflict of human nature both in mental, moral and spiritual spheres, it interprets foibles and frailties, splendid beauty and dreadful deformity, trials and tribulations, and ardent aspiration and sincere quest in the heart of hearts. It also inspires human life from the realisation of sense of beauty, teaches the highest discipline of life, strengthens the ascending intellect and softens the tender feelings, elevates the standard of taste, and imbibes the spirit of progress permeating the supramental refinement of true culture.

Modern poetry has undergone a revolutionary change in which the philosophy of poetry, instead of being an energising truth or an expression of artistic beauty, has been a nauseating pandemonium of abstruse feeling and expression of the creatures from the gutters of parochial society. It may not transgress the traditional track of eternal truth ; it may not follow the age-cherished format of poetic symbolism. It may

have an appeal. To quote the worthy words of Wordsworth, "that which comes from the heart goes to the heart." It has an appeal to the different octaves of human hearts, to different moods of human thoughts, and to the high spirit of exaltation—even breaking the barrier of quotidian conventionalism. It covers the whole contour of human feelings, the complete region of human perceptions, and the entire realm of poetic imagination. The message of poetry must be precisely unequivocal and thoroughly accentuated to convey the essence of truth realised by poets through an inner sense based on love, tolerance and compassion, not veiled with any type of obscurity.

The moment poetic mood envelopes the poet, all the muses of worldly sorrows and sufferings, troubles and turmoils, self-seekings, cynicism and ambition melt away, and the poet becomes an inspired child again with his ears attuned to whispers from the ethereal spirit of the golden age of the past. He becomes intoxicated with the sublime spirit emanating from the galaxy of stellar constellations of poets of bygone days. His production gives great delight and strange astonishment as it delights and astonishes him. His paradigmatic passages of pathos draw tranquil tears as deep and sweet as those that fell from his own eyes and rolled down his cheeks while he composes ; his sublime and sacred stanzas overawe souls as imperiously as they did his own ; his subtle humour evokes laughter as rich and pure as that which stirred within his own heart. His poetic imagination and dreams, emerging from the purity of his heart enables him to see with more clarity the eternal limits of his own art which loses its entity when revelation comes to him. Then virtue becomes greater than the great poems, and love becomes lovelier than all objects of art.

No doubt the greater mystery lies in death than in life. In different compartments within the edifice of poetry and verses, those written in memoriam have great appeal and

touch the soft corners of human hearts. Couplets or a pair of stanzas in memoriam on the demise of the departed great, the departed near and dear ones and the departed blessed ones rob us of speech, stupefy our feelings, overwhelm our thinking and show the way to plunging into the ocean of inner consciousness. These quaint and emotional compositions are more like pearls on the sandy shores of poetry where plenty of oyster shells can be gleaned but very rarely does one find them impregnated with pearls. These mournful poems and plaintive compositions with a strange and profound form of poetic art were practised in the past by various writers of different parts of the globe like Tyrtaeus, Theognis, Catullus, Tibulus and Grey of the great Victorian Age.

Epitaphs have tremendous appeal to the soft corners of of human faculties and touch the tender chords of the human harp. Short poetic dictions upon the tombs, literary memorials or sepulchral monuments in commemoration of people, though brief, have a striking resemblance to the primeval elemental feeling by breaking the barrier of time and geographical boundaries. The grief and consolation of a bereaved Roman mother during the period before the birth of Christ apodictically produce the same type of echo as could be observed through similar inscriptions in modern cemeteries.

Elizabethian epitaphs in English represent the zenith of accomplishment and attain a distinct literary character and value, dignity and daintiness. During my travels around the world while moving from shore to shore and passing through countries, cities, cemeteries, abbeys and churchyards I casually collected an anthology of epitaphs, inscribed on tomb-stones in memory of departed men and women, parents and children, lovers and loved ones. Selected writings from facile pens of the great poets supplied materials for sepulchral verses, elegies and dirges.

In my quest for a history of epitaphs recorded history,

ancient literature and archaeological findings from Egypt, Greece, Rome and other ancient countries of the world opened a new horizon. Strangely enough, one of the introductory couplets of the great story of the Ramayana were composed by the epic poet Maharshi Valmiki soon after observing a flying bird hovering over his dead companion which fell on the courtyard of his hermitage. These couplets are truly a memoriam to the dead bird which was killed by an arrow from a wild hunter of an aboriginal 'sabar' race. The pristine poet is silent but Rabindranath was further inquisitive as to whether the male bird was hovering round at the loss of his female companion or whether the female bird was fluttering to observe her dead male mate. Most probably these lines comprise the first memorial verse written in any language in the literary history of the world. In collecting anthologies of memorial verses, some selected passages from obiturial poems written by renowned poets were used. I am reminded of my juvenile attempt of four decades ago to collect couplets or quadruplets inserted in the 'In Memoriam' column on the left hand side of the editorial of *the Statesman.* I used to write them on the left side of a bound book leaving the blank folio on the right for translating these verses into Bengali during my leisure.

When I was in Manila I was taken by one of my young American friends to visit the war memorial. Looking at these innumerable crosses planted within the precincts of cemetery and which are around the memorial building, circular in plan, where war strategy in Pacific ocean of the Great World War II was depicted through mossaic maps and mural paintings and lists of martyrs from different States of USA were engraved, I was so moved that I could not restrain my tears. During my visit to many graveyards of renowned cities of different nations of the world some valuable poetic gems were also gleaned.

On my return to India after global tour in 1966 I took the

matter seriously and compiled and completed the manuscript with Bengali renderings in verses. No doubt there is no end of these collections as men are dying and memorials with epitaphs are erected continuously. I intentionally limited the number for the present to 300 verses which have been sorted out into four primary categories of memorial verses as indicated below :

1) lovers for their loved ones.
2) parents for their children.
3) sons and daughters for their parents.
4) friends and relatives for their kinsmen and friends.

I am confident that this type of cultural exchange of thoughts will encourage international relationship and intellectual understanding. It will help in maintaining sordid relations between nations and individuals and to foster the spirit of one world and ideal of the United Nation.

S. CHATTERJEE

প্রকাশকের নিবেদন

শোকবিহ্বলা 'কিসা' গোতমী মৃত পুত্রকে বুকে করে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসেছিল তথাগতের শ্রীচরণে। তার নয়নের মণিকে বাঁচিয়ে দিতে হবে, এই তার আবেদন। তিনি বললেন, 'তোমার তনয় প্রাণ ফিরে পেতে পারে যদি একটি জিনিষ আনতে পার।' সাগ্রহে কিসা গোতমী বলল, 'বলুন প্রভু, কি সেই জিনিষ! আমি যেখান থেকে পারি নিয়ে আসবো!'

তথাগত বললেন—

"যদি কোথা থাকে অশোক-নিলয়
ভিখ্‌ মাগি আনো সর্ষপচয়,
পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে
পরাণমৃণাল ভগ্ন।"

—কিসা গোতমী আর কাল বিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়ল 'অশোক-নিলয়ে'র সন্ধানে। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও 'অশোক-নিলয়ে'র ঠিকানা পেল না। শোক প্রবেশ করে নি এমন নিলয় পৃথিবীতে কোথায়?

মৃত্যুশোক ছায়াপাত করে নি, এমন গৃহ পৃথিবীর কোথাও নেই, এই নির্মম সত্যের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে এই সমাধিলিপিগুলি সারা পৃথিবীতে। এগুলির মাঝখানে এসে দাঁড়ালে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও মানুষের মন ধূলিমলিন পৃথিবীর সংকীর্ণতা-ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ছাড়িয়ে নিরাবিল প্রশান্তির মৌন বিস্তারে নিজেকে হারিয়ে ফেলে খুঁজে পেতে চায় আপন সত্তাকে। কখনো বা সাধ জাগে ওমনি করেই ধরিত্রীর বুকে তার তাৎক্ষণিক জীবনের হাসি-কান্নার স্বাক্ষর রেখে যাবে সমাধি ফলকের বুকে। মর্ত থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরও মর্তলোকে বেঁচে থাকার জন্য বা প্রিয়জনকে স্মৃতির আধারে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে স্মরণিকার অবতারণা, দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবধান পেরিয়ে সর্বমানবের এক চিরন্তন বাসনা তার মধ্যে বাণীলাভ করেছে, এখানেই এর সার্থকতা।

সুলেখক শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্মসূত্রে পৃথিবীর বহুদেশ পরিভ্রমণ করেছেন এবং সেই সব বিভিন্ন দেশ-বিদেশের সমাধিলিপির কথাগুলি বহু পরিশ্রম, নিষ্ঠা আর ধৈর্যসহকারে সংগ্রহ ক'রে সুনিপুণ গ্রন্থণায় সুসংহত করেছেন। এই ধরণের পুস্তক প্রকাশের প্রচেষ্টা নতুন, কিছুটা দুঃসাহসিকও বটে। সুধী ও বিদগ্ধ পাঠকসমাজের কাছে আমাদের বিনম্র প্রচেষ্টা সস্নেহ অভিনন্দন লাভ করবে, এই প্রত্যাশায় তাঁদের হাতে আমরা পুস্তকখানি তুলে দিচ্ছি।

স্মরণিকা নাম তার
স্মরণের কণিকা ;
অর্কের তেজ নাই
আলো দেয় ক্ষণিকা ;
হৃদয়ের মণিপুরে সে যে
মহামণিকা ;
কাব্যের উৎসবে
নয় সে যে ধনিকা ॥

IN MEMORIAM TO LOVERS

Beauty doth lay interr'd beneath this stone
And every virtue sweetly joined in one.
Bless'd was the man possess'd of such a wife ;
Most bless'd was I, while God preserved her life.
Think what I've lost, kind reader, tell me then
Who in the World is wretchedest of men ?

Quickly and quietly came the call
Her sudden death surprised us all.
Those who have lost can only tell
The loss of a loved one without a farewell.

You are not dead to me
But as a star unseen.
I hold that you are ever near
Though death intrudes between.

Death leaves a heartache no one can heal,
Love and memories no one can steal.

প্রেমিক প্রেমিকার বিরহের স্মৃতিকা

রূপ লাবণ্য আছে চাপা প'ড়ে এই পাষাণের তলে ;
সৎগুণরাশি মিলিত সেথায় মধুমৎ ধরাতলে।
ধন্য সে জন, প্রেয়সী যাহার রমণীর শিরোমণি ;
অতীব ধন্য প্রভুর কৃপায় যখন জীবিত ধনী।
আমার জীবনে কী যে হারায়েছি বুঝিতে পার কি কিছু ?
অবনীর মাঝে মোর সম নাই অভাগা এমন নীচু !

চকিতে নীরবে এল অসীমের ডাক ,
সহসা মরণ ক'রে দিল নির্বাক।
বেদনা যে কি সেই সে বুঝিবে, হায়।
বিনা বিদায়েতে প্রিয়জন যার যায়।

হারিয়ে তুমি যাওনি আমার মনে
রাজো তুমি অলখ তারার মত।
জানি, তুমি আছ আমার সনে,
মৃত্যু শুধু বাধায় বাধা যত।

মরণ হৃদয়ে যে বেদনা হানে জুড়াইবে বল কে ?
স্মৃতি প্রীতি তার পাবে কি হরিতে যত হ'ক চোর সে ?

Upright and just in all his ways
Loving and kind to the end of his days
Sincere and true in heart and mind
A beautiful memory left behind.

People think that we forget you
When they see us smile
But they little know that sorrow
That those smiles hide all the while.

O beloved ! mine though void and space
Our aching heart seeks thee
For the days are dark and the years are long
Till we come to thee.

সাধন তোমার সততা ও ন্যায় পথে
প্রণয়-প্রীতিতে পূর্ণ সে চিরকাল।
সরল, সং হৃদয় ও মনোরথে
মধুর স্মৃতিতে রবে ভ'রে ভাবীকাল

ভাব্‌তে পারে লোকে তোমায় গেছি ভুলে
মধুর মৃদু হাসি হেরি' অধর কোণে।
বুঝবে নাকো তারা কী যে দারুণ ব্যথা
হাসির তলে চাপা আছে গহন মনে।

অসীম শূন্যের মাঝে ব্যথিত পরাণ মোর
খুঁজে ফেরে, হে প্রিয়, তোমায়!
ঘন অন্ধকার ভেদি'—সুদীর্ঘ বরষ ধরি'
হৃদি শুধু তোমারেই চায়।

Rest on, dearest, your journey is o'er,
  Your loving hands shall toil no more.
On earth you worked, in Heaven you'll rest
  We miss you most who loved you best.

Sweetest thoughts will always linger.
Round the spot where she is laid.

Tho' low in earth your virtuous form decayed
My faithful wife, my loved Nancy's laid.
In Chastity you kept a husband's heart,
To all but him, as cold as now thou art,
To name your virtues, ill befits his grief
Your husband mourns, the rest left friendship tell :
Fame spread your worth, your husband knew it well.

শান্তি লভ, প্রিয়তম ! জীবনের যাত্রা হ'ল শেষ
তব সেবা-হস্ত আর করিবেনা এ জগতে ক্লেশ ।
পৃথিবীতে কর্মময়, শান্তি পাবে ত্রিদর্শ আলয়ে ।
বিরহের গুরু ব্যথা সহি হেথা তব প্রেম ল'য়ে ।

মধুর স্মরণ রয়ে যাবে সবদিন
মর দেহলতা যেথা হ'ল চির লীন ।

মোর অনুগতা প্রিয়া, নিত্যপ্রেমময়ী প্রেয়সী উদার !
তোমার পবিত্র তনু মৃত্তিকার 'পরে পেয়েছে আধার ।
সতীত্বের স্নিগ্ধচ্ছায়ে শান্ত রেখেছিলে পতিরে তোমার
প্রকাশিতে গুণরাশি তব, শোক মৌন হৃদয়ে তাহার ।
তোমার কৃতিত্ব দিকে দিকে, তাই পতি এত করে শোক,
সে জানে তোমার মূল্য যে কত, যশোগাথা গায় বন্ধুলোক ।

Afflication's sore long time I bore
Which wore my strength away,
And made me long for endless rest,
That never will decay.

Of excellence, a pattern here is laid ;
In life a faithful friend, and honor'd wife,
Nature's great debt in humble hope she paid,
To rise to Angel's bliss and endless life.

Ah ! in this silent mansion of the dead
The relics of my much lov'd Tom is laid ;
Sleep, dear departed worth, in hopeful bliss,
Till trump seraphic calls to endless peace.

বেদনার ক্ষত সয়েছি দীর্ঘদিন ;
করিয়াছে মোর শক্তিরে বলহীন।
তাই তো চলিনু চির বিশ্রাম নিতে,
বিনাশ সাধিতে পারিবে না কোন রীতে।

মধুর মদকর, মূরতি মনোহর মিশেছে মাটীর সাথে
হৃদয়-বঁধুবর পরাণ প্রিয়তর প্রেয়সী দিবস রাতে।
ধরার মহাঋণ শুধেছে শেষ দিন বিনীত ভরসা বুকে ;
ডাকিবে দেবদূত লভিবে অদ্ভুত অসীম জীবন সুখে।

মরণের মৌন হর্ম্য মাঝে হের অই,—
প্রিয় মোর লভেছে সমাধি, কালজয়ী।
নিদ্রা যাও মহানন্দে নিত্যকাল ঘেরি'
চিরশান্তি দিতে যবে নাহি বাজে ভেরী।

She left the world without a tear
Save for her husband and children dear
To heal their sorrows, O Lord, descend
And to them ever prove a friend.

O ! early snatch'd from all who held her dear,
As friend, wife, mother, she was matchless here ;
Virtue like her's to earth is seldom giv'n,
Too good to dwell with us, she's gone to Heav'n.

Lovely in death so on the verdant plain,
Falls the fair flower overcharged with rain ;
Thus early transcient pure as snow new driv'n
She sparkled, was exhal'd and went to Heav'n.

বিদায় নিয়েছে, ফেলেনি অশ্রু-বারি
স্বামী ও সুতেরে স্মরিয়া বিরহ ভারী।
দুঃখ দূরিতে আসে ভগবান নেমে ;
চিরসাথী যে পারে কি থাকিতে থেমে ?

প্রিয়জন স্নেহ-বেষ্টনী হ'তে কে তোমারে ছিঁড়ে নিলে ?
বন্ধু, দয়িতা, মাতারূপে হেথা অতুলনা তুমি ছিলে।
এত গুণবতী এই পৃথিবীতে কভু কি কোথাও মিলে ?
কৃপা ক'রে তুমি ছিলে এ ধরায, ভগবান তুলে নিলে।

অতি সুন্দর মরণে যেথায় হাসিয়া খসিয়া পড়ে
ধারাজল ভারে সিত ফুলদল শ্যামল তৃণের পরে।
অতি নশ্বর, ক্ষণকাল স্থায়ী, ধবল তুহিন প্রায়
ক্ষণজ্যোতি দিয়ে নিজেরে বিকশি' চলে গেছে অলকায়।

This Monument an affectionate husband and
father rears,
To prove his love and record his tears ;
Beneath this tomb, the beloved wife and infant lies,
Till the last signal summon them to rise,
Belov'd they lived, and lamented fell,
None better than the afflicated sorrowing heart can tell.

On distant shores from kindred dust remov'd,
Here rest the relics of a maid belov'd,
Who grace to virtue, taste to knowledge join'd,
And sense and temper happily combin'd
With warm affections and devoutly pure
Her faith was steadfast and her hope secure,
Secure her bliss, where her best thoughts were given;
She fled from earth and gained her Saviour's heaven.

এই স্মৃতি সৌধ প্রিয়তম পতি, স্নেহময় পিতা যতনে ধরিয়া রাখে
প্রেমের প্রমাণে নয়ন সলিল দরদর ধারে কপোলেতে রেখা আঁকে।
এই শিলাতলে শেষের শয়নে প্রিয়তমা জায়া, স্নেহময় সন্তান ;
যতদিন না'কো আসিছে আদেশ কবর হইতে করিবারে উত্থান।
ভালবাসা দিয়ে বেঁধেছিল সে-যে, বিদায় নিয়েছে নয়ন জলে ;
বেদনা-বিধুর হৃদি ছাড়া কেউ বুঝিতে নারিবে বাড়বানলে।

ধরণীর মধুধূলি ছেড়ে গেছ চ'লে বহুদূর ;
হেথায় রয়েছে প'ড়ে সুন্দরীর স্মৃতি সুমধুর।
যাহার পুণ্যের জ্যোতি, শিক্ষা, সুরুচি হেথা সম্মিলিত ;
বুদ্ধিমত্তা, মেধা, স্নেহ, হৃদ্যতা সকলের সুবিদিত।
আশা তার স্থির, বিশ্বাস দৃঢ়, আনন্দ পরিশেষে ;
ভুবন ছাড়িয়া পলাতকা আজি বিধির স্বর্গদেশে।

When blooming youth is snatch'd away
By death's resistless hand,
Our hearts the mournful tribute pay
Which pity must demand ;
But why bemoan departing friends
Or shake at death's alarms.
'Tis but the voice that Jesus sends
To call them to his arms.
Why then their loss deplore, they are not lost
Why wanders wretched thought their tombs around
All, all on earth is shadow
All beyond is substance.
How populous ! How vital is the grave !
This is the creation's melancholy vault,
This is the desert, this the solitude ,
The land of apparitions, empty shades,
How solid all where change shall be no more.

Snatch'd by untimely death reposeth here
A virtuous wife, a friend and parent dear ;
Her children's sorrow and her husband's grief
This stone may speak ; but nought can give relief ;
With her this tomb may perish in decay,
But death alone can wipe their tears away.

বিকচোন্মুখ তরুণে যখন নিঠুর শমন ছিনিয়া লয়,
বেদনা বিধুর অন্তরে জাগে বিদ্রোহ ঘোর, করুণাময় !
কেঁদোনা বন্ধু মৃত্যুরে দেখে, কেঁপো না'কো ত্রাসে ক্রন্দন রোলে
মরণ রূপেই দেবতা আসেন, ডাক দেন তুলে লইতে কোলে।
তবে আর কেন ক্ষতি ব'লে ভাবো, আসলেতে তাহা নয়কো ক্ষতি;
কেন যে অভাগা, ভাবে চারিদিকে গড়িয়া উঠেছে সমাধি-স্মৃতি।
পৃথিবীতে সবই-ছায়া-মায়াময়, পরপারে আছে প্রকৃত ধন,
কত জনময়, কত প্রাণময় বিধাতার এ ব্যথা-নিকেতন।
হেথা মরুভূমি, জনহীন পুরী, ভূতের রাজ্য, নিভৃত ছায়ার ;
কত.রমণীয় সেই সুরধাম, পরিবর্তন নাইকো যাহার।

অকালে শমন ছিন্ন ক'রে যে রেখেছে হেথায়
পুণ্যবতী প্রিয়া, প্রিয় বান্ধবী, জননী মাতায়।
সমাধি ফলক ক'য়ে দিতে পারে আত্মজের ব্যথা।
বিরহী পতির শোকে কি সান্ত্বনা দিতে পারে তা ?
সমাধি মন্দির হ'য়ে যাবে ক্ষয় তা'রি মত ধীরে ধীরে।
মহা কাল শুধু মুছাইতে পারে নীরব নয়ন নীরে।

A husband mourns, the rest let friendship tell,
Fame spread her worth, a husband knew it well,
Death takes the good, too good on earth to stay,
And leaves the bad, too bad to take away.

Think O Ye ! Who fondly languish,
O'er the grave of those you love,
While your bosoms throb with anguish,
They are wrabling hymns above.

While your silent steps are straying,
Lonely thro' night's deepening shade,
Glory's brightest beams are playing,
Round the happy Christian's head.

Could language tell or tears express,
The piercing sorrows of the mind ?
They both inadequate would be,
To paint the grief she's left behind.

পতি এক করে শোক, বাকী যাহা আছে বলুক বন্ধুজনা
স্বামী জ্ঞানে ভালভাবে যশোরাশি তার প্রচারিছে গুণপণা।
মরণ মহুর্তে হরে, দেয় না থাকিতে পৃথিবীর খেলাঘরে
অসত্যেরে রেখে যায়, জানে শুভ নাই তুলে নিলে মন্দতরে।

প্রিয় সমাধির বিনাশ হেরিয়া হৃদয় কতনা বেদনাতুর,
নীরব চরণে পথে যেতে যেতে শোননি গগনে সুর মধুর ?
রাতের আঁধারে নেমে আসে ধীরে উজল আলোর গভীর রেখা
ভকতের শিরে তাই দেখা যায় যশের জ্যোতির দীপ্তি লেখা।

ভাষা কভু পারে প্রকাশিতে, নয়ন সলিলে বলা কভু যায়
হৃদয়-বিদারী বেদনা যাহার সারা অন্তর হৃদয় ছায় ?
উভয়েই তারা অক্ষম জেনো বিয়োগ বেদনা করিতে প্রকাশ।
যে শোকেরে তার পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে সে চ'লে ধরার আবাস।

Silent grave to thee I trust
This precious pearl of worthy dust,
Keep it safe,O secret tomb,
Until her husband shall ask for room.

Go home, dear husband, and do not weep,
I am not dead but sleeping here
It is in heaven I expect to see
My fond husband who loved me dear.

In silent anguish, O my wife !
When I recall thy worth,
Thy early end, thy lovely life,
I feel estranged from earth,
My soul with thine desires to rest,
Supremely and for ever blest.

বোবা সমাধি ! তোমার উপর আমি বিশ্বাস করি
মহামূল্য সেই ধূলির ধনেরে রেখেছে যতনে ধরি ।
আপন নিভৃত গোপন গোরের শিলা ফলকের নীচে
যতদিন তার দয়িতের স্থান তার পাশে পায় পিছে ।

ফিরে যাও, প্রিয়তম, ফেলো নাকো নয়নের নীরে
আমি মরি নাই ; শুধু নিদ্রাতুর শীতল সমীরে
অমরাপুরীতে প্রতীক্ষিয়া রব আমি তার আশে
—মোর প্রিয়তম পতি আমারে যে নিত্য ভালবাসে ।

নীরব ব্যথায়, হে মোর প্রেয়সী ! স্মরি'তব গুণাবলী
অকালে-বিদায় ললিত লীলায় আধফোটা ফুলকলি
ধরার বাঁধন ছিঁড়ে যেতে চায় আত্মা শান্তি লাগি
শান্তি নিবিড় অমরাপুরীতে যেতে সদা অনুরাগী ।

Removed from all the pains and cares of life
Here rests the pleasing friend and faithful wife,
Ennobled by the virtues of her mind,
Constant to goodness and in death resign'd.

A loving wife, a mother dear,
A friend beloved, lies buried here ;
Who suddenly was snatched away,
And buried in this cold bed of clay.

Ah ! loveliest of beauties !
Whither art thou flown ?
Thy soul which knew no guile,
Is sure to Heaven gone,
Leaving thy friends and kindred,
Thy sad exit to mourn.

জীবনের যত জ্বালা, যত ক্লেশ—ফেলে রেখে গিছে
হেথা মোর প্রাণসখী, সাধ্বী প্রিয়া বিরাম লভিছে
যে হিয়া কল্যাণব্রতে সমুজ্জ্বল ছিল একদিন
সে হিয়া লভিছে শান্তি মৃত্যু সাথে হ'য়ে চিরলীন ॥

স্নেহময়ী মাতা, হৃদয়ের মিতা।
পরম সুহৃৎ হেথা সমাধিতা
সহসা শমন হ'রে নিল দূরে
শীতল মাটীর সুগোপন পুরে।

ওগো সুন্দরী, অনুপমা রূপমতী!
কোথা তুমি গিয়াছ উড়িয়া।
কত নিষ্পাপ তব আত্মার মুরতি
চলে গেছে স্বর্গ পথ দিয়া।
তব বন্ধু, নিজ আত্মীয় স্বজন
তিরোধানে মরিছে কাঁদিয়া।

Beloved, best of wives, paralld'd by few,
In meekness, goodness, tenderness, adieu ;
Adieu, Maria, till the day more blest,
When, if permitted, I with thee shall rest.

At evening when shadows are falling
Sweet memory saddened with pain
Steals into my heart with a longing,
If I could, but see you again.

Not only to-day, but every day
You 're loved and remembered, my beloved.

প্রিয়তমা! ওগো দয়িতোত্তমা! অনুপমা ধরণীর!
অবসান তব স্নেহ ও মমতা, সুবিনয় অতি ধীর।
বিদায়, প্রেয়সী! সেইদিন আমি ধন্য মানিব মোরে
অনুমতি যদি পাই কোনদিন শুইতে পাশের গোরে।

সাঁঝের বেলা আঁধার নামে ধীরে
মধুর স্মৃতি বিষাদ বেদনা ঢালা।
ইচ্ছা জাগে মনের কোণে ঘিরে
হঠাৎ আসি' করতে হৃদি আলা।

আজি শুধু নয়, চিরদিন ধরি'
প্রেয়সী তোমায় ভালবাসি, স্মরি'।

By nature form'd for every social part,
Mild were his manners and sincere his heart.

What then is this essential thing
Which did relief and comfort bring,
E'en in the view of death !
God's favour shown thro' Christ the Lord ;
This can alone true peace afford,
And certain hope in death.
This tribute of affection was erected by her husband.
C.A. Judah.

With blissful ecstasy to realms of light,
Her chaste, her spotless soul, has wing'd its flight,
In rapt'rous strains her humble voice to raise,
And chant with seraph choirs her Maker's praise.

প্রকৃতির হাতে গড়া, সামাজিকতায় সেরা,
ব্যবহারে সুবিনীত, হৃদি সৌজন্যে ভরা।

কোন শ্রেষ্ঠ উপাদান ধরণীতে মৃত্যু হেরি' যাহা
এনে দেয় অন্তরে সুশান্তি আর সান্ত্বনার ভাষা ?
বিভুর করুণা পড়েছিল প্রভুর উপর, আহা
তাই দিতে পারে নিবিড় শান্তি মৃত্যুর মাঝে আশা।

সুর-গায়িকার কণ্ঠে ঈশ্বরের স্তুতি গানে
তুলিবারে সমবেত তান,
নিষ্পাপ পবিত্র আত্মা পাখা মেলি' জ্যোতির্লোক পানে
মহানন্দে করেছে প্রয়াণ।

As those we love decay, we die in part,
String after string is sever'd from the heart,
Till loosen'd life at last but breathing clay
Without one pang is glad to fall away.
Yet friends when dead, are but removed from sight,
Sunk in the lustre of eternal light,
And when the parting storms of life are o'er
May still rejoin us on a happier shore.

Her meek, her blameless soul has wing'd its way
To meet her God in everlasting day ;
In realms of bliss, endless joy to move,
Cheer'd by a Saviour's all redeeming love.

The unaffected simplicity of her heart, joined
to a life of virtue, must make her
husband and her children feel and her friends
lament their irreparable loss.

প্রেম পায় যারা তারা ক্ষয় হয়, মোরা মরি ধীরে ধীরে
হৃদয়ের মায়া সুতোর বাঁধন একে একে যায় ছিঁড়ে।
এ জীবন শুধু জীবন্ত কাদা, মহাসুখে পড়ে খ'সে
মরেনা, বন্ধু! চোখের আড়ালে, ভূমার জ্যোতিতে মেশে।
বিদায়ের এই জীবন-ঝটিকা যবে হবে অতিক্রান্ত
শান্তির কূলে ভিড়িবে তরণী, লীলা হ'বে মিলনান্ত।

অকলঙ্ক তার পবিত্র আত্মা পাখা মেলে যায়, যায় উড়ে
চির-শাশ্বত যুগ যুগ ধ'রে থাকিতে প্রভুর হৃদয় জুড়ে।
আনন্দময় শান্তির নীড় চির-আনন্দ কোথায় ঘেরে?
প্রভুর প্রেমের নিত্য প্রকাশ শান্তিরাজ্যে সদাই ঘেরে।

তার হৃদয়ের অকপট সরলতা সুমহান প্রাণে লিখিত যেথা।
স্বামী ও সুহৃৎ, সন্তান কাঁদে স্মরি অপূরণীয় ক্ষতির কথা।

This Monument a hapless widow rears.
To prove her love and to record her tears:
'Tis her's on lasting marble to attest,
How good her husband was, herself how bless'd,
Yet for these virtues mercy will be shown;
What caused her happiness will cause his own.

If ever tears deservedly were shed,
If ever grief was due to virtue dead,
To merit, Martha, and thy spotless ways,
Claim tears from all, for all allow them praise;
Thy strength of mind we scare shall meet again,
Shewn through a long, most agonizing pain:
Thy warm affection as a wife or friend,
Make all who know you weep your cruel end:
Cruel, alas: but this one thing we're sure,
Those virtues that you held in life so pure
Will be repaid; this thought and that alone
Your friends have left to mitigate their moan,
That latest tribute a kind husband given,
Whose heart is torn, is wretched while he lives,
And only prays one day to reach that shore;
To meet his Martha and to part no more.

আপন প্রেমেরে প্রমাণ করিতে, রাখিতে নয়ন জল
বিধবা অনেক গড়িয়া তুলেছে স্মৃতির হর্ম্যতল।
মর্মর লেখে অমর করিতে স্বামীর কীর্তিরাশি
নিজেও কতই ধন্য হয়েছে সুধন্যা, সে পরকাশি।
এমন সেবার বিনিময়ে পাবে বিধির আশীর্বাদ।
নিজেও হয়েছে পুলকিত আজি, স্বামীও যাবে না বাদ।

যদি কোনদিন আঁখি ঝ'রে থাকে যোগ্যজনের তরে,
যদি কোনদিন শোক উথলায় মৃতের পুণ্যবরে,
ওগো প্রিয়তমা! তোমার অমল চরিত মূল্যায়ণে
সবার নিকটে অশ্রুর দাবী রাখে প্রশংসা সনে।
তব মনোবল, ধরায় বিরল, হেরিবে না কেহ আর;
বেদনার মাঝে ধৈর্যের সীমা দেখায়েছ বারে বার।
নিষ্ঠুর হায়! নিশ্চিত জানি প্রাণের পুণ্য রাশি
প্রকৃত মূল্য লভিবে হেথায় এ কথায় বিশ্বাসী।
বেদনা ভুলেছে বন্ধুরা সব। প্রিয়তম পতি তা'র
স্মৃতির সমাধি রচিয়াছে হেথা ভেঙে গেছে হৃদি যার।
যতদিন প্রাণ আছে দেহে তার, শুধুই কামনা এই
প্রেয়সীর সাথে মিলন হইবে; বিচ্ছেদ যেথা নেই।

What was her fate ? long, long before her hour,
Death called her tender soul, by break of bliss,
From the first blossoms, to the buds of joy ;
Those few our noxious fate unblasted leaves
In this inclement clime of human life.

The Angel took my flower away
Yet I will not pine,
For Jesus and Mary in Heaven now
Blooms the flower that once was mine

Love never dies, her tried enduring love
Burnt brightly here, flames at its source above ;
Patient, died meek, in every trial own'd
The God all gracious, now that faith is crown'd
Fair was his form, it yet shall rise once more
From earth as lovely, as the mind it bore.

এই ছিল তার ভাগ্যলিখন ! সময় হবার আগে
মৃত্যু তুলিয়া ল'য়ে গেল তার আত্মারে পুরোভাগে ।
কচি কিশলয় আনল হইতে পুলকের কলিকাটি ;
কে-যে হ'রে নিল চকিতে গোপনে ;—অদ্ভুত পরিপাটী,
কুসুম ফোটেনা, সাড়া দেয় শুধু পাতা ঝরাণোর ডাকে ।

দেবদূত আসি' নিয়ে গেল তুলে আমার প্রাণের প্রসূনখানি ;
তবু কোন খেদ মনে নাহি দিই স্থান
দেবতার তরে সে আজি ফুটেছে স্বর্গকুসুম হইয়া জানি,
—সে ছিল একদা ভারি মোর মনপ্রাণ ।

প্রেম যায় নাকো কভু ম'রে, তার সুগভীর ভালবাসা
জ্বলে লেলিহান শিখার উৎস, ঊর্দ্ধে লয়েছে বাসা ।
জীবনযুদ্ধে বিজয়িনী তিনি, শান্ত ও সুবিনীত,
'করুণাময় ভগবান'—বাণী করিতে প্রতিষ্ঠিত ।
রূপসী প্রতিমা আবার উঠিবে সুন্দর ধরা হ'তে
সুন্দরতর অন্তর তার হৃদয় প্রকোষ্ঠেতে ।

Rest Eliza dear, rest in peace,
Secure from vanity and noise,
For here thy earthly sorrows cease
From hence commence thy heav'nly joys.
Short was thy span—' tis part—' tis gone ;
Early thou reach'd thy spotless soul.
This Monument an afflicted husband rears,
To prove his love and record his tears.

Oye, whose cheek the tear of pity stains,
Draw near with pious reverence and attend,
Here lie the loving husband's dear remains,
The tender father and the generous friend.

O take these tears-mortality's relief
And till we share your joys, forgive our grief ;
These little rites, a stone, a verse receive,
'Tis all a consort, all a friend can give.

ওগো প্রিয়তমা ! শান্তি লভ ক্লিন্নময় কোলাহল পারে ;
পার্থিব ব্যথা অবসান হেথা, স্বর্গ সুখ লভ পরপারে।
স্বল্প-আয়ু জীবন কাটায়ে চলে গেছে মিলিতে আত্মায়
এই স্মৃতিশিলা গড়েছে দয়িত, প্রেমের অশ্রুধারায়।

অশ্রুধারায় রয়ে গেছে দাগ নিটোল কপোলপরে
ভক্তি প্রেম ভরে কাছে তারে টেনে নিও।
হেথায় শায়িত প্রিয়তম মোর শিলার সমাধি ঘরে
স্নেহময় পিতা, সুদরদী বন্ধুটিও।

নিয়ে যাও ফিরে নয়নের জল, আর তো কিছুই নাই।
তোমার সুখের সাথী ছিনু স্মরি' শোক ক্ষণে ভুলে যাই ;
পারলোক ক্রিয়া, সামান্য শিলা, কবিতা কয়েক ছত্র :—
সুহৃৎ-বন্ধু, প্রিয়তম পতি দিতে পারে এই মাত্র।

Know ye, who to this mournful shrine draw near,
Here lies the wife belov'd, the mother dear ;
Here rests a woman good without pretence,
Blest with plain reason, and with solid sense :
Her unaffected and composed mind
Was meek, was humble, patient and resigned.

"Blessed are the poor in spirit ; blessed are the meek."—Mathew, Chap. 5, V. 3.

Sincerely and affectionately regretted by those
Who had the pleasure of knowing her,
Pause, reader, and contemplate, for dust thou
art, and unto dust shall thou return.

The voice of this alarming scene
May every heart obey,
Now be the heavenly warning vain,
Which calls to watch and pray.

জানো তুমি হেথা কে আজ শায়িত ব্যথিত সমাধি মাঝে ?
—প্রিয়তমা জায়া, স্নেহময়ী মাতা, মহীয়সী নারী রাজে।
মহান বিবেক, গভীর প্রজ্ঞা, সুকঠোর মনোবল,
সে ছিল বিনীত, সুখী ও নম্র, বিশ্বাসে অবিচল।

তারে জানিবার সুযোগ যাদের ছিল, ব্যথাতুর তারা
হৃদয়ের সুগভীরে—
দাঁড়াও পথিক, ভেবে দেখো এইকথা, ধূলি হ'তে এসে
ধূলায় যাইবে ফিরে।

এই ভয়াবহ দৃশ্যের কথা, প্রতি অন্তরে থাকবে
এ যে স্বর্গের শূন্য সংকেত ; প্রার্থনা, দৃষ্টি রাখবে।

A light from our household gone,
A voice we loved is stilled,
A place is vacant in our hearts
Which can never be filled.

Why then their loss lament, that are not lost ;
Why wanders wretched thought their tombs
around in infidel distress,
They live, they greatly live a life on earth
Unkindled, unconceived ; and from an eye
Of tenderness, let heavenly pity fall
On me, more justly remembered with the dead.
This is the desert, this is the solitude :
How populous ; how vital is the grave ;
This is Creation's melancholy vault,
The vail funeral, the sad cypress gloom,
The land of apparition's empty shades ;
All, all on earth is shadow, all beyond is substance .
How solid all, where change shall be no more.

Soon shall we meet again
Meet never to sever.
Soon will love wreathe her chain
Round us for ever.

মোদের ভবন হ'তে নিভিল প্রদীপ শিখা
পরিচিত মধুস্বর থেমে গেল চিরদিন।
হৃদয় মন্দির মাঝে যে আসন হ'ল ফাঁকা
সে ফাঁকা পুরাতে কেহ পারিবে না কোনদিন।

মহাপ্রয়াণে ক্রন্দন কেন? সে তো সব শেষ নয় চিরতরে।
কেন কুচিন্তা সমাধিরে ঘিরে কোন বিশ্বাসহীন বহে অন্তরে?
তারা বাঁচে, বাঁচে ভালভাবে জ্যোতিহীন, ক্রিয়াহীন ত্রিভুবনে
করুণা-দৃষ্টি, স্বর্গ সুষমা ঝরে মোর শিরে, মৃতের সনে।
এই মরুভূমি মহাশূন্যতা, কত জনময় এ গোরস্থান!
এই বিধাতার বিষাদ কক্ষ, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অনুষ্ঠান।
বিষন্ন এই সাইপ্রাস্ তলে ভূতের দেশের শূন্যছায়া।
এই পৃথিবীর সবই মায়াময়, ওপারেতে সার সত্যকায়া।

মিলিব ত্বরিত মোরা সেথা পুনরায়
সে মিলনে ছেদ পড়িবে না কোনদিন;
গাঁথিবে যে-প্রেম কুসুমের মালিকায়
মোদের ঘিরিয়া চিরকাল, নিশিদিন।

What tho' we know lament and mourn,
Her mortal frame shall ne'er return ,
That's gone alas ! for ever more,
Let then our consolation be,
To meet her in eternity.
She is not lost but gone before ;
Let us in God put all our trust,
And know that in His sight all flesh is dust.

'Tis not for her but for yourselves ye mourn
To happier regions is the spirit fled
Nor ought of her, but mould'ring clay is dead ,
In heaven she lives,
Where you will one day meet
And enjoy eternal make your bliss complete.

With thee dear partner of my joy and care,
'T was thine below life's chequered scenes to share,
May mercy in far other scenes above,
Transform our earthly into heavenly love.

যত কাঁদো, আর যত শোক কর ; সে তো আসিবে না ফিরে :
চিরতরে সে যে বিদায় নিয়েছে, সান্ত্বনা শুধু রবে ঘিরে।
অমরাপুরীতে আবার মিলিব, সে আগে গিয়াছে অমৃতলোকে
ভগবানে শুধু বিশ্বাস রাখো' তনু ধূলিসম তাঁহার চোখে।

তার তরে তুমি ফেলোনা অশ্রু, ফেলো গো নিজের জন্য ;
তাহার পরাণ উধাও হয়েছে সুখময় নিকেতনে।
তারি সাথে তার মাটীর শরীর মাটিতে মিশিয়া ধন্য ;
সে থাকে স্বরগে, একদিন সেথা মিলিব তাহার সনে ;
স্বর্গের সুখ বিমলানন্দে অনুভব কর মনে।

আনন্দ ও বেদনার হে মোর প্রিয় সহচর !
জীবনের কাটা-ছকে বন্ধু মোর তুমি নিরন্তর।
তোমার করুণাধারা স্বর্গ হ'তে হউক বর্ষিত
পৃথিবীর প্রেম স্বর্গের প্রেমে হ'ক রূপায়িত।

Yes ! thine is now a brighter doom,
A bliss unchanging as divine,
While he who shared thy hours of bloom,
Whose tears were ever mixed with thine,
Is left to suffer and repine.
Oh not repine, sad heart be still,
And let it teach thee to resign,
And bend thee to thy Father's will,
That she, whose sorrows were thine own,
Is blest at length though blest alone.

Deep in my heart
        There dwells a memory
        That will never fade.

And with the morn those Angel faces smile
Which I have loved long since and lost awhile.

সত্যই উজ্জ্বলতর ভাগ্য, যেথা নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ দেশে
তোমার প্রতিষ্ঠালগ্নে যারা ছিল সাথী, অশ্রু তার তব সাথে মেশে,
রহিয়াছ প'ড়ে দুঃখ পেতে, ক্ষোভ প্রকাশিতে নয়, শুধু্ পেতে মনে শান্তি।
প্রভুর চরণে জানাতে মিনতি ;   আশীষ লভগো দুঃখে হ'ক দুঃখ ক্রান্তি।

হৃদয় ফলকে গভীর স্মৃতির রেখা
জীবনে কভুও ম্লান নাহি হবে, উজ্জ্বল যাবে দেখা

প্রভাতের সাথে দেবতার দূত দাঁড়ালো আসিয়া বাহির দ্বারে ;
ক্ষণিকে হারানু চিরদিন ধরি' ভালবেসেছিনু হৃদয়ে যারে।

Gone from us but not forgotten,
Never will her memory fade.
Sweetest thought will ever linger
Round the ground where she is laid.

Our lips cannot say how we yet want you,
Our hearts yet ache night and day.
God only knows how we loved you and miss you
As we journey along life's way.

She had a nature no one could help loving
A heart than was purer than gold.
And to those that cherished and loved her,
Her memory will never grow cold.

চ'লে গেছে মোদের ছেড়ে, যাইনি তবু তোমায় ভুলে
স্মৃতির কুসুম রইবে অমলিন ;
মধুমাখা স্মরণখানি রইবে জেগে মনের কূলে
যেথায় শরীর ধূলার সাথে লীন।

বাণী নির্বাক তোমারে চাওয়ার গভীরতা প্রকাশিতে
মোদের হৃদয় নিত্য দহিছে দিবস রজনী ভরি'।
বিধাতা জানেন কত ভালবাসি, কত ব্যথা ছেড়ে দিতে
যবে ভেসে যাই জীবনের খরস্রোতা স্রোতস্বতী ধরি'।

ভালো নাহি বেসে থাকিতে পারে না তারা
অন্তর তার নিকষ কনকোপম ;
আপনার ক'রে বেসেছিল ভাল যারা
তার স্মৃতি র'রে উজ্জ্বল শিখাসম।

Death may divide but cannot hide
Love's greatest gift—Remembrance.

Thou went gladly to Him
Knowing He loved Thee so well
But my loss and depth of grief
To none I ever tell.

In my lonely hours of thinking
Thought of you are ever near,
I, who loved you, sadly miss you
As there dawns another year.

Ten years to-day my heart's still sore
As time goes on, I miss you more and more.

মিলনেতে বাদ মরণ সাধিতে পারে,
হৃদয় হইতে গোপন রাখিতে নারে।
ভালবেসে শুধু লভ এ পুরস্কার ;
আর সব মিছে, স্মৃতিটুকু জেনো সার।

জেনেই তুমি গেছ তাঁহার কাছে
যে-জন তোমায় নিবিড় ভালবাসে ;
কইবো নাকো ব্যথা গভীর কত
ক্ষতির খবর কভু কাহার পাশে।

একলা রাতে শূণ্যমনে বসে থাকি গৃহের কোণে
তোমার কথা কেবল পড়ে মনে।
তোমায় ভালবাসে যেজন বিদায় ব্যথার হৃদয় মগন
বয়স বাড়ে নিত্য বরষ সনে।

কতদিন আজ গত হ'ল হৃদয়ের দাগ মুছিল না।
সময়ের সাথে সাথে কই, হারাণোর ব্যথা ঘুচিল না !

He liveth still within our hearts
Beloved and unforgot.

How I loved you so, my darling !
How I miss and want you still
But God wanted you, my darling,
So rest in peace, it is His will.

There are griefs that cannot find comfort
And hurts that cannot be healed.
There are sorrows so deep in human heart
That can only half be revealed.

God knows how much we miss you
And He wants the tears we shed
And whisper "Hush", she only sleeps
Your loved one is not dead.

নিত্য সে যে রাজে
আমার হৃদয় মাঝে ;
হ'য়ে ভালবাসার ধন
তারে যায় কি বিস্মরণ ?

কতই নিবিড় তোমারে যে ভালবাসি
কত না ব্যথায় তোমায় হারাই ব্যকুল হ'য়ে তোমারে যে চাই।
বিধির বাসনা করিতে স্বরগ বাসী
লভগো শান্তি শান্তি-আগারে ; পূর্ণ হোক দেবতার ইচ্ছাই ।

শোক আছে যাহা না মানে সান্ত্বনা,
ক্ষত আছে যা, ভাল না হয় ।
মানুষের হৃদে গভীর বেদনা
অর্ধেক শুধু প্রকাশ রয় ।

হারানোর ব্যথা কি-যে বিধাতার সুবিদিত
শুধু চান তিনি মোরা করি আঁখিপাত ।
চুপিসারে বলে "চুপ ! রয়েছে সে নিদ্রিত
প্রেয়সীর তব হয় নাই দেহপাত ।"

I must gaze amid the shadows
With never-resting pain ;
Always looking for a foot-step
That will never come again.

The world is dark with you
Memory turns each thought to pain.
Home is vacant, life is weary,
Till in Heaven we meet again.

Eternal rest give unto heer, O Lord,
And let perfectional light shine on her.

So sad, yet beautiful, your memory, my darling,
So sweet, so kind, so bright.
It guides me through earth's darkness,
To you,—into God's light.

আঁধারের অন্তরাল ভেদি' চেয়ে রব নির্নিমেষ আঁখি
ব্যথা মোর সান্ত্বনা না পায়।
ত্রস্তভাবে সারাক্ষণ ব্যগ্র শুনিবারে পদধ্বনি থাকি
কভু সে কি আসে পুনরায়!

তোমার বিরহে সকল অন্ধকার
স্মৃতিটুকু তার হৃদয়ে বেদনা হানে।
বিজন ভবন অন্তরে হাহাকার
যতদিন নাহি স্বরগ মিলন আনে।

হে পরম প্রভু! দাও, দাও, দাও তারে চিরশান্তি প্রাণে ;
ঝরিয়া পড়ুক বিমল কিরণ তাহার সমাধি স্থানে।

কত ব্যথাময়, তবু মধুময় স্মৃতিখানি তব প্রিয়ে!
কত মনোহর, কত সুন্দর আলোকিত করে হিয়ে।
ভেদিয়া আঁধার ল'য়ে যায় মোরে দীপখানি করে ধরি'
শান্তি ভবনে ত্রিদশ-সদনে অমর জ্যোতিতে বরি'।

You did not bid us farewell—you did not kiss
your babes.
For God took you away so quick.
But in our hearts we will always
Our little beloved memory.

We think of you in silence
No eyes ever see us weep
But always in our aching hearts
Your treasured memory keep.

There is a link death cannot sever
Love and remembrance lost for ever.

Time may wear away the edge of grief
But memory sadly turns back our leaf.

না'ওনি বিদায় নয়ন নীরে,
খা'ওনি চুমু খোকনটীরে,
হঠাৎ বিধি নিয়ে গেলেন তুলে।
কিন্তু মোদের হৃদয় মাঝে
স্মৃতি তোমার নিত্য রাজে
স্নেহের ধনে যায় কি কেহ ভুলে ?

নিঝুম নিরালায় তোমারে নিতি স্মরি,
আঁখির আড়ালেতে সলিল পড়ে ঝরি'।
ব্যথিত হৃদয়েতে সদাই রাখি ধরি'
অদামী স্মরণিকা নিবিড় অতি করি'।

যে বাঁধনে আছে বাঁধা, মরণ ছিঁড়িতে নারে।
প্রণয়-স্মরণ-গাথা কভু কি হারাতে পারে ?

সময়ের সাথে সাথে শোক হ'য়ে যায় ক্ষীণ,
স্মৃতিরেখা মনে ভাসি' করে তারে সুনবীন।

And, ever yet, I dare not let it languish,
Dare not indulge in memory's rapturous pain
Once drinking deep of that divinest anguish
How could I seek the empty world again ?

A hand that can be clasp'd no more—
    Behold me, for I cannot sleep
    And like a guilty thing I creep
An earliest morning to the door.

Lord Tennyson.

Calm and deep peace in this wide air,
    These leaves that redden to the fall ;
    And in my heart, if calm at all,
If any calm, a calm despair.

Lord Tennyson.

আজিকেও আমি সাহস করিনা ধীরে ধীরে ম্লানাইতে
স্মরণের হৃদয়-বিদারী বেদনায় কোন প্রশ্রয় দিতে।
পান করি' অলৌকিক দিব্য বেদনার পূর্ণ পাত্রখানি
কেমনেতে চাই পুনরায় শূন্য ধরণীর মিথ্যা গ্লানি!

এ পেলব কর যাবে নাকো ধরা আর,
চেয়ে দেখো, চোখে নাই মোর ঘুম ঘোর।
দোষীর মতন চ'লে যাই চুপিসার
অতি প্রত্যুষে তোমার বাহির দোর।

সুগভীর ধীর, শান্ত নিবিড় সমীরণ করে খেলা;
পাকা পাতাগুলি লাল্‌চে ঝরার তরে।
হৃদয়ে আমার যদিবা শান্তি ভরে,
জেনো সে-শান্তি চির অশান্তির হ'ল যে নিত্য মেলা।

Come : not in watches of the night,
But where the sunbeam broodeth warm,
Come, beauteous in thine after-form,
And like a finer light in light.

Lord Tennyson.

Sweet Love of youth, forgive, if I forget thee,
While the world's tide in bearing me along ;
Other desires and other hopes beset me,
Hopes which obscure, but cannot do thee wrong !

Emily Bronte.

Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land ;
When you can no more hold me by the hand,
Nor I half turn to go yet turning stay.

এস, নহে গোপনে চকিত নিশীথ পায়ে,
এস, যেথা সৌর কিরণে তপ্ত বসুন্ধরা।
এস, দেহাতীত, অপরূপ রূপ-ছায়ে
যেথা আলোকের মাঝে সূক্ষ্ম আলোকে ভরা।

যৌবনের মধুপ্রেম, ক্ষমা ক'রো, যদি ভুলে যাই
ভুবনের ভরাস্রোতে জীবনের তরণী ভাসাই।
আশা ও আকাঙ্ক্ষা মোরে আবেষ্টন করিতেছে অতি ;
সে আশা কুহেলী আনে, পারে না করিতে ক্ষয় ক্ষতি।

আমারে মনে রেখো যখনি যাবে চ'লে
সুদূর দূরদেশে, নীরব পরিবেশে।
বাঁধিতে পারিবে না আমার বুকে কোলে
ফিরাবে মুখখানি, চকিতে থামি' এসে।

Beside your dear grave we often stand
With sad hearts crushed and sore
But in the gloom these sweet words came,
'Not lost—but gone before.'

Sleep on, beloved, sleep and take thy rest
Till the day break and the shadows flee away.

Our grief for her is just as deep
As in the hour God bade her sleep.

As a flower to bloom and be cut down
As a flower has she burst forth again
In a lovelier world, and never-ending spring.

তোমার সমাধি পাশে ব্যথিত পরাণ ল'য়ে
যবে আমি ভাসি আঁখি জলে।
অনন্ত আঁধার হ'তে ছুটী কথা আসে ব'য়ে
—"হারায়নি, গেছে আগে চ'লে।"

নিদ্রা যাও, প্রিয়তমা, নিদ্রা যাও লভগো বিশ্রাম।
ছায়া যাক্, যাক্ মিলাইয়া, টুটে যাক্ অন্ধকার যম।

তোমার তরে আমার শোক তেমনি সুগভীর,
তোমায় যেমন দিলেন বিধি নিদ্রা সুনিবিড়।

ফোটার আগে হঠাৎ ছুঁলে ধুলার ধরিত্রীরে
মনে জানি, কুসুম হ'য়ে ফুটবে তুমি ফিরে
ফুল পরীদের বনে,
ঋতুরাজের সনে।

To those who knew thee not, no words can paint,
And those who knew thee, know all words are faint.

And here the precious dust is laid;
Whose purely temper'd clay was made
So fine that it the guest betray'd.
Else the soul grew so fast within,
It broke the outward shell of sin
And so was hatch'd a cherubin.

Stranger, to Laecedeoman go and tell
That here, obedient to her words, we fell.

Life's pleasure hath he lost—escaped life's pain
Nor wedded joys, nor wedded sorrows knew.

অপরিচিতই পারে প্রকাশিতে কথা দিয়ে তার কথা।
পরিচিত জানে তার কথা বলা ভাষা দিয়ে বাতুলতা!

মহামূল্য ধূলি আছে হেথা রাখা,
খাঁটি মিহি কাদা হ'ল তাতে মাখা:
দেখাল চাতুরী অতিথিরে ফাঁকা
ত্বরা তনুমাঝে বেড়েছিল প্রাণ,
পাপ-আবরণ হ'ল খান্ খান্:
স্বরগে লালিত সুর-সন্তান।

ওগো পরদেশী! যাও ব'ল গিয়ে ল্যাসিডোমানের পাশে,
তার কথামত হেথায় আমরা শায়িত রয়েছি ঘাসে।

জীবনের দুঃখ হ'তে মুক্তি পেতে হারায়েছে জীবনের সর্ব সুখরাশি
প্রণয়-উচ্ছ্বাস উদাস বেদনা সম রয়ে গেল চির-উপবাসী।

Underneath the stone doth lie
As much beauty as could die
Which in life did harbor give
To more virtue than doth live,
If at all she had a fault
Leave it buried in that vault.

Those who have lost can only tell,
The truth of the sorrows of death
But, one consolation within my heart,
That she is happier in her eternal dwell.

She lived unknown, and few could know
When Lucy ceased to be,
But she is in her grave, and, oh,
The difference to me !

এই পাষাণের নীচে সমাহিত অসামান্যা সুন্দরী প্রধানা
বেঁচেছিল কল্যাণ-রূপিণী হ'য়ে, পুণ্যেতেই জীবন-সাধনা।
ত্রুটী যদি কিছু পেয়ে থাকো তার, মনে হ'য়ে থাকে দূষনীয় ;
—ঐসমাধির খিলেনের তলে চিরতরে তায় চাপা দিও।

মরণ-বেদনা কত সুগভীর সেই সে বলিতে পারে
হারায়েছে যে অতি তার প্রিয়জনে।
এই সান্ত্বনা জাগিছে আমার গোপন হৃদযাগারে
শান্তি লভেছে চির-প্রশান্তি ভবনে।

ছিল অজানিত হ'য়ে, কম লোক তারে জেনেছিল
যখন মরণ এসেছিল নামি'।
সেই দিন তারে তুলে কবরের মাঝে রেখেছিল
বিভেদ যে কত! জানি সেও আমি।

Love lives' beyond
The tomb, the earth, the flowers, and dew,
I love the friend
The faithful, young and true.

John Clare.

No more that joy that filled our home
On this thy natel day, but grief and gloom
Pervade, 'Tis for a time : when death shall tear
The veil we'll meet to part no more o'er there.

The memory we cherish
Shrined in hope, embalmed in tears.

প্রেম বেঁচে থাকে—কবর, ধরণী, কুসুম, শিশির পারে
ভালবেসেছিনু বিশ্বাসী তরুণ প্রকৃত আপন জনারে।

আনন্দ আজি বিদায় নিয়েছে, শূন্য মোদের ভবনখানি ;
দুঃখ শোকের অন্তরেরাজে বিদায় ব্যথার বেদন বাণী।
এতো শুধু নয় ক্ষণিকের ব্যথা, মরণ বিভেদ করে সে দূর।
মায়া আবরণ মোচন হইলে— ওপারে মিলন চিব-মধুর।

আশার বেদীতে রাখা
নয়নের জলে ঢাকা :
স্মৃতিটুকু রয় হৃদয়েতে আঁকা

IN MEMORIUM TO PARENTS

No words can express the sorrow and pain
The parting so sudden has left in its train.
What is home now without you, Mother
What is life but an emptiness.

Ye are gone before the realms of bliss,
Why should you children then despair ?
And when all earthly troubles cease,
Oh ! may they hope to meet you there.

Entomb'd within this humble cell doth lie,
Entwin'd in love and affectionate tie,
A father and a son, to whose memories dear,
Have often been shed full many a tear !
To relate whose virtues, and living worth,
Would seem to bestow on flattery birth ;
Suffice it then to say that each was kind,
Of manners gentle and unerring mind.

পিতামাতার মৃত্যু স্মরণে

বাণী হয়ে যায় মূক প্রকাশিতে শোক
সহসা বিদায়ে তুমি রেখে গেছ, মাতা !
গৃহ আজ গৃহ নয়, সব শূন্যলোক
জীবনই বা কি ? শুধু অসীম শূন্যতা !

নিত্যানন্দময় ধামে তুমি গিয়াছ চলিয়া
আপন সন্তানগণে কেন রয়েছ ভুলিযা ?
ধরণীর যত ব্যথা, শোক হ'লে অবসান
তব সাথে মিলন লভিতে পাঠাবে আহ্বান।

সমাধির তলে শুয়ে আছে অই, স্নেহ ও প্রেমেতে বাঁধা :
পিতা ও পুত্র নিভৃত শয়ানে, হেথা আমাদের কাঁদা।
গুণের গরিমা, মহত্ত্ব কথা, মনে হ'বে খোসামদি
যথেষ্ট জেনো, দয়ালু, ভদ্র, সুবিনীত বলি যদি।

How blest that man who in retirement does find
The soft endearments of his bosomed friends,
Whose social virtues lightens ov'r his mind,
With Christian fortitude against the world contends.
Such was the partner of my wordly care,
Such was the father of our dearest pledge,
But relentless teaches to beware,
The fleeting joys that fill our transient age.

Within this silent tomb,
A wife, a mother sleeps,
In whose calm breast,
Peaceful virtue dwelt.

Long time with grief surely
And disappoint'd was I sore oppress'd,
At last kind death has eas'd me,
And I comfortably lay here at rest.

ধন্য সে জন অবসরকালে পেয়েছে
প্রিয় সুহৃদের কোমল পরশখানি।
চরিত্রগুণে হৃদি আলোকিত হয়েছে
কুটিল ধরায় বহি' ধৈর্যের বাণী
জীবনের সুখ বেদনার সহচর
প্রিয় শপথের জনক ছিল যে সেই
শোনায় মৃত্যু— 'হও সদা তৎপর
সময়ের স্রোতে সুখ তুমি হারাবেই।'

নিঃশব্দ ঐ সমাধির মাঝে প্রেয়সী ও মাতা নিদ্রা নিমগন
প্রশান্ত ঐ হৃদয়ের মাঝে মহা পুণ্য তা'র পেতেছে আসন

বহুকাল ধরি' বিদায়ের শোক, নিরাশার ব্যথা সয়েছি ভাই।
মরণ আমারে মুক্তি দিয়েছে আরামেতে তাই নিদ্রা যাই।

Oft fond remembrance with the silent tear
Will to the mind renew past scenes of life,
And wringing anguish echo to the ear,
The tender mother, fond and virtuous wife.

Sacred to virtue in a well spent life.
Of gentle, unassuming merit shewn,
In pious memory of a such lov'd wife,
Her sorrowing husband rears this votive atone.
By each domestic social charm endear'd
As wife, as mother, and as friend ador'd ;
By all the good lamented and rever'd,
Through faith in Christ here rests Rosetty Ford.

Grieve not, dear children, for your loss ;
God has released me from my pains.
Christ has redeemed me with his cross,
To bless me with eternal gains.

নীরব নয়ন জলে খুলি' স্মরণের দ্বার ;
অতীত কাহিনী যত মনে আসে বারবার।
বিরহ বিলাপ ধ্বনি, প্রতিধ্বনি তোলে অই,
কোথা পুণ্যশীলা জায়া, জননী মমতাময়ী।

পুণ্যের পবিত্রতায় বিনীত, নিরহংকৃত প্রাণ
সতী সাধ্বীর স্মরণেতে স্বামী রচিয়াছে এ পাষাণ
শীতল করবে আসি' কাঁদে আজো স্মরি' কতো মধুস্মৃতি
জীবনে পেয়েছে মাতা, জায়া, প্রিয় সুহৃদের স্নেহ-প্রীতি।

প্রিয় সন্ততি। করিও না শোক মোর মহাপ্রয়াণেতে,
ভগবান মোরে মুক্তি দিয়েছে অসীম যাতনা হতে।
প্রভু যে আমায় করিবেন ত্রাণ পরশি ক্রুশটি তাঁর
আশীর্বাদের অনন্তধারা লভিব যে অনিবার।

Blest flesh, that rested in the tomb,
Freed from all pains and toil and strife
Soon will thy faithful spirit come,
And enter with thee into life ;
The trump prepares the blast to sound
And call the resters from the ground.

To-day we are thinking of some one
Who was so loving, kind and true,
Whose smile was so clear as the sunshine
Dearest hubbs-and dady that some one is "you".

Deep in your hearts you are fondly remembered
Fond loving memories will cling round your name,
True hearts that loved you with deepest affection
Always will love you in death just the same.

ধন্য নর ! মুক্তি লভি' পাপ, তাপ, ক্লেশ, বিসম্বাদ হ'তে
পেয়েছ সমাধি তলে চির বিশ্রাম।
স্বর্গ হ'তে দেবদূত আসিবে ধরায় নিতে স্বর্গপথে
প্রভুর হৃদয়পুরে লইতে বিরাম।

মনে পড়ে আজ সেই সে জনার কথা,—
দরদী, সরল, প্রেমময় বসুধায়
যাহার হাসিটী অরুণ উদয়ে যথা
উষার গগন রাঙা হ'য়ে শোভা পায়

হৃদয়ের মাঝে তোমায় আদরে ধরা
নামটুকু ঘিরে স্মৃতি জাগে নিতি স্মরণে।
ভালোবেসেছিল জীবনে তোমায় যারা,
কভু ভুলিবে না, দেহাতীত হ'লে মরণে।

Deep in our hearts lies a picture
Worth more than silver and gold.
It's a picture of our dear daddy,
Whose memory will never grow old.

In earth's trials and in trouble, it was 'mother
Readily waiting her love to bestow
Oh ! how he miss you our mother,
"Mother" to all that we owe.

Underneath the marble bearse
Lies the subject of all verse :
Sidney's sister, Pembrooke's mother
Death, eve thou haven't killed another
Use and virtuous, good as she
Time will throw his dart at thee.

হৃদয় গভীরে একটী মূরতি রয়
হেম-মণি চেয়ে অধিক মূল্যবান।
তাঁহার স্মৃতিটি পুরাতন নাহি হয়
যে মূরতি ধরি' জনক বিরাজমান

জগতের দুঃখ শোক মাঝে তুমিই একাকী মাতা
শুধুই চাহিয়াছিলে ঢেলে দিতে প্রেম।
আজিকে গভীর দুঃখে হারায়েছি, মা, তোমারেই হেথা
জগতের মাতা তুমি! প্রেম তব নিকষিত হেম।

এই মর্মর শিলাতলে শুয়ে কবিতার মুলাধার,—
শশীর ভগিনী, রবির জননী মরণ হয়েছে যার।
ছিল কত ভাল, কত গুণবতী কত না বুদ্ধিমতী
মহাকাল তারে মাটীতে মিশালো এই তার শেষগতি।

Dissolv'd in earth in sad remembrance end,
The social ties of husband, father, friend ;
Yet these surviv'd, shall truth preserve to fame
The chaste memorial of an honest name,
And to ages bear his worth approved
Who died lamented as he lived beloved.

IN MEMORIUM TO CHILDREN

Tianscendant art ! Whose magic skill alone,
Can soften rock and animate a stone,
By symbol mark the heart, reflect the head !
And raise a living image from the dead !
Cease from these toil, and lend the chisel's grace
To filial virtues courting your embrace,
These relate his pride, his transport and relief,
A father's tears commemorate, with grief !
Still while their genial lustre sheers his breast,
Emits a ray that points to blissful rest ;
Hope built on Faith, affection's balm and cure,
Divinely whispers "Their reward is sure."

মৃত্তিকায় মিশে গেলে বিধুর স্মৃতিতে লভি' পরিশেষ ,
স্বামী, বন্ধু, জনকের সামাজিক সংযোগের হ'ল অবশেষ ;
তবু এরা বেঁচে র'বে মহৎ নামের সত্য অভিজ্ঞান সম
বুনিয়াদ রচি' চির সত্যোপরি, যশোমানে নিত্য অনুপম
যুগ যুগ ধরি' মূল্য তাহার রবে নিতি ধরাতলে ,
বেঁচেছিল সে যে ভালবাসা পেয়ে, গিয়াছে নয়ন-জলে

সন্তান-সন্ততির মৃত্যু স্মরণে

অতীন্দ্রিয় কলা, তব সুনিপুণ ইন্দ্রযাদু জালে
শিলা ধরিয়াছে রূপ, প্রাণবন্ত হয়েছে পাষাণ,
সংকেতে এঁকেছ বক্ষ, প্রতিবিম্বিত চিন্তাটুকু ভালে
ছেদনীর কারুশিল্পে রূপায়িত স্নেহের নিধান।
এই গর্ব, এই তার সান্ত্বনা প্রত্যক্ষ,
পিতৃঅশ্রু স্মরণোৎসব শোকে রূপায়িত .
অনুকূল দীপ্তিরাজি দীর্ণ করে বক্ষ।
পাঠায় ময়ূখমালা শান্তিধামে প্রসারিত
সঞ্জীবনী স্নেহলেপে, সুদৃঢ় বিশ্বাসে
যে আশা প্রতিষ্ঠিত।
চুপি চুপি কয়— 'ওরা পাবে পুরস্কার'
একথা সুনিশ্চিত।

Grief, darling, we will always feel,
The wound in our hearts will never heal.
Your days with us, dear, are treasured still
Your place in our hearts no other can fill.

We cannot forget you, my dear,
Oft times do we call your name.
But there is nothing left to answer,
Save a portrait in a frame.

All is dark within our dwelling
Lonely are our hearts to-day
For the one who smiled to cheer us,
Has for ever passed away.

From all the varied ills below
Safe doth my Jimmy sleep ;
His little heart no pangs doth know,
His eyes no more shall weep.

শোক তব বাঞ্ছা পাব চিরদিন ধরি'
হৃদয়ের ক্ষত কভু শুকাইবেনা।
দিনগুলি তব আছে সযতনে ভরি'
হৃদয়ের ফাঁকা কেহ পুরাইবে না।

ভুলতে পারি তোমায় কভু? তুমি মোদের প্রিয়;
হঠাৎ তোমার নামটী ধ'রে ডাকি।
সাড়া দিবার কেউ জেগে নাই আছে রমণীয়
ফ্রেমে আঁটা ফটোর দু'টি আঁখি।

নিকেতনে ঘন আঁধার নেমেছে সাথীহারা আজি হৃদয় মোর
যার হাসিমুখে খুসী ভ'রে দিতে বিদায় নিয়েছে সে চিতচোর।

হবেনা সহিতে যাতনা বেদনা ভার
সোনামণি আজ ঘুমঘোরে অচেতন।
ছোট্ট হৃদয়ে পশিবে না ব্যথা আর,
অশ্রু সলিলে ভরিবে না আঁখিকোণ।

Then ye the parents of so sweet a child,
Her false imagin'd loss cease to lament,
And wisely learn to curb your sorrows wild.
Think what a present ye to God have sent,
And render him with patience what he lent.

—Milton

Whate'er we fondly call our own
    Belongs to Heav'ns great Lord,
The blessings lent us for a day
    Are soon to be restored
'Tis God that lifts our comforts high,
    Or sinks them in the grave,
He gives, and when he takes away,
    He takes but what he gave.
Then ever blessed be his name,
    His good-ness well'd our stone,
His justice but resumes its own,
    'Tis ours still to adore.

ছোট্ট কচি খুকুর বাপ-মা, থামাও তোমাদের বিলাপের ক্রন্দন।
মিথ্যে দুঃখ চাপ্‌তে ভেবে দেখেছ কি পাঠালে যে উপঢৌকন
ভগবানের পায়ে ; তাঁরই পাওনা শোধ ক'রে মুক্ত হও বন্ধন।

যতই মায়ায় বলি— 'ইহ মম, ইহ মম'
সুরলোকপতি ব্রহ্মার সব সৃষ্টি।
যে-আশীষ শিরে লভিয়াছে প্রিয়তম
অন্তর মাঝে ঝরিয়াছে কৃপাদৃষ্টি।

ভগবান শুধু দেন ভ'রে প্রাণে সুখ সম্পদরাশি
কখন আবার ডোবান সমাধিমূলে।
মহাদানী তিনি, তবু ফিরায়ে লইতে আসি'
তাঁর দান ছাড়া সব কিছু ল'ন তুলে।

এস জয়ধ্বনি তুলি তাঁর শুভ নাম স্মরি'
মহত্ব তাঁর সম্বল প্রাণে হোক।
ন্যায়ের বিধান লব অবনত শিরোপরি
পূজা দিয়ে খুসী নিখিল বিশ্বলোক।

God forbid his longer stay ;
God recall'd the precious loan ;
God hath taken him away,
From our bosoms to his own.
Surely what he wills is best ;
Happy in his will we rest.

"Take the child, no longer mine,
Thine she is, for ever thine."

Kind angels watch the sleeping dust
Till Jesus comes to raise the just,
Then may he wake with sweet surprise
And in his Saviour's image rise.

দেবতার মানা হেথা থাকা বেশীদিন।
ফিরে নিতে চান অতীতের মহা ঋণ।
ভগবান তারে নিয়ে যান দূর দেশে
আমাদের হ'তে আপন আলয়ে শেষে
প্রভুর করুণা চিরকাল ভাল জানি ;
তাঁহার কৃপায় মনে বড় সুখ মানি।

তুলে ল'য়ে যাও, মোর প্রাণধনে সে আমার নহে আর
চিরদিন ধরি' তোমারই ছিল, আজিকেও সে তোমার।

সুপ্ত ধূলায় স্বর্গের দূত দৃষ্টি রাখে
খ্রীষ্ট যখন মাটীর থেকে তুল্‌বে তাকে ;
জাগবে সেকি হঠাৎ মধুর সম্ভাবনায়
মুক্তিদাতার মূর্তি ধ'রে উন্মাদনায়।

Ere sin could blight or sorrow fade,
Death came with friendly care,
The opening buds to Heaven convey'd
And bade them blossom there.

Sweet child, and hast thou gone-for ever fled !
Low lies thy body in its grassy bed ;
But thy freed soul, swift bends its flight thro' air,
Thy heavenly father's gracious love to share.
Weep not for me dear mother, for I am happy still,
And murmur not at our great Father's will ;
Let not thee blow your trust in Jesus sake,
Our Saviour gave and it is His to take.

Sweet flower, farewell ! too fair for earth !
Brief space to us thy charms were giv'n ;
He who bestowed thee, knew thy worth,
And took thee to himself in heav'n.

যায়নিকো মুছে পাপ, হয়নিকো ব্যথা অবসান ;
মরণ এসেছে পেলব পরশ নিয়া।
বিকচ কলিকাটিরে চুরি ক'রে করেছে প্রস্থান
নন্দন বনে উঠিতে প্রস্ফুটিয়া।

মিষ্টি সোনা, চলে গেছো তুমি চির পলাতক হ'য়ে !
তৃণ শয্যায় অঙ্গ তোমার বিশ্রাম লয় শুয়ে।
বিদেহী আত্মা আকাশের পথে চকিত চরণে ভাগি'
চলে গেছে দূরে পরমপিতার হইতে প্রেমের ভাগী।
কেঁদোনা, কেঁদোনা জননী আমার, আরামে রয়েছি আমি ;
কোন ক্ষোভ নেই বিভুর উপরে তিনি যে জীবন স্বামী।
দেবতার পরে ছেড়োনা আস্থা এইটুকু রেখো মনে
আপনার ধন দিয়েছেন তিনি, নিলেন পরম ক্ষণে।

ফুল্ল কুসুম, বিদায় ! এই সুন্দরতা ধরিবার যোগ্য নয় ধরা।
শুধু ক্ষণকাল বিলায়েছে লাবণ্য বিলাস।
যে তোমারে ভুবনে পাঠালো সেই আসি' তুলে নিল ত্বরা
অক্ষয় স্বরগে—যেথা পাবে মূল্যের বিকাশ।

Early remov'd from bleak misfortune's power,
Secure from storms here rests a tender flower ;
Short though it's bloom, the opening bud began,
To promise fair, when ripen'd into man,
Sleep on sweet babe, high Heaven's all gracious kind,
Hath to eternal summer chang'd thy spring.

Beneath dear sleeping Tommy lies,
To earth his body lent,
More glorious he'll hereafter rise
Though not more innocent.
When the Arch-angel's trump shall blow,
And soul to body join,
Millions will wish their below,
Had been as short as thine.

My sister dear in death's cold arms
Thou here art silent laid,
But mem'ry found, shall bring thy charms
Oft to my virtue's aid.
Thy life was brief, thy virtues rare
And bright was thy career,
Like thee may I shun every snare
And know no guilty fear.

দুর্ভাগ্যের কোপ হ'তে অকালে বিচ্ছিন্ন পুষ্প অভিরাম
ঝঞ্ঝার প্রকোপ হ'তে মুক্তি পেতে হেথা লভিছে বিরাম :
ক্ষণস্থায়ী তাহার প্রকাশ, কলিকাটি সদ্য বিকশিত
আপন লাবণ্য নিয়ে পূর্ণ মানবের রূপে প্রকাশিত।
নিদ্রা যাও, প্রিয় বাছা, হেরি' বিধাতার করুণা নিকর ;
তোমার মাধবী মাস নিদাঘেতে হোক নিত্য রূপান্তর।

এই যে মাটীর সমাধির তলে রেখে গেছি মোর প্রাণের ধনে
অমিত গৌরবে উঠিবে আবার, সে সরলতা রবে না মনে।
দেবদূত যবে বাজাইবে ভেরী, আত্মা আসিয়া মিশিবে দেহে ;
ক্ষণকাল তারে জানাতে সুযোগ মিলিবে সবার পরম স্নেহে।

মোর সহোদরা নীরবে শায়িতা মরণের হিম আলিঙ্গনে ;
মধু-স্মৃতি তার বহায় লাবণি পুণ্যের শুভ পরমক্ষণে।
জীবন সীমিত, দুর্লভ সুগুণ, চরিত্র তার মহদাশয় :
তোমার মতই কব 'নেতি, নেতি', নাহিকো হৃদয়ে ভাবনা ভয়।

Happy infant ! early blest !
Rest in peaceful slumber, rest,
Early rescued from the cares,
Which increases with growing years.

Too early lost ! just in thy bloom of youth,
Go noblest pattern of unshaken truth,
Absolv'd from earth, that peaceful shore ascend,
Where angels live and to their Maker bend.

Thou dearest child, my once delight,
Where are thou gone ? now left my sight ;
I hope in heaven an angel bright,
To live with Christ by day and night,
Yet still thy absence I deplore,
Until my soul to heaven shall soar.

সুখী সন্ততি !   কৃপা পেল আগে বিধাতার
বিশ্রাম লভিছে শান্তিময় ক্রোড়েতে তাঁহার।
ত্বরা মুক্তি পেল সে যে জীবন যাত্রার পথে।
নিত্য বর্ধমান তাহা কালের গতির স্রোতে।

জীবনের ভোরে হারায়েছি তোরে যৌবনের বসন্ত বেলায়।
পরম সত্যের মহান মূরতি ধরা হ'তে সহসা মিলায়।
এই মাটী হ'তে মিশে যাও নভে শান্তিময় আনন্দ আবাসে।
সেথা দেবদূত বিরাজিছে নিতি, ত্রাণকর্তা যেথায় নিবাসে।

বুকের বাছা মোর, দুনয়নের ধন,
কোথায় গেলে সরে, হঠাৎ অদর্শন ?
স্বর্গে গেছে চ'লে কুসুমপরীর সাথে,
রইতে বিভুর পাশে নিত্য দিবস রাতে ?
তোমার বিরহেতে বেদন জাগে প্রাণে,
পরাণ যবে ধায় অমরাবতী পানে।

Here lies beneath the earthly sod,
A flower which pleas'd both man and God ;
With dying lips she thus did call,
Jesus my life, my love, my all.

The parent's heart that nestled fond in thee
That heart now sunk a prey to grief and care,
So deckt the woodbine sweet you aged tree,
So, from it ravish'd leaves it bleak and bare.

Weep not for me my parents dear,
For I am not dead but sleeping here ;
But wait awhile and you shall be
In Paradise along with me.

মাটীর নিভৃত তলে লভেছে আলয় একটি প্রসূন ;
মানবের প্রিয় শুধু নয়, দেবতার প্রিয় বহুগুণ।
মরণের ক্ষণে অধরের কোণে ফুটেছিল শেষ বাণী
'প্রভুই আমার প্রাণাধিক প্রাণ, প্রেম-প্রীতি, সবখানি।

তোমারেই যাঁরা এত ভালবাসে যে জনক-জননী প্রাণ
ভাবনায় তাঁরা দিশেহারা অতি, শোকে সদা ম্রিয়মান।
হে প্রাচীন তরু, তব দেহ ঘিরে শোভিছে স্বর্ণলতা
পাতাঝরা ঐ বিটপীর শাখে ভরেছে বিষন্নতা।

জনক-জননী ! কাঁদিওনা মোর তরে
মৃত নই, শুধু সুপ্তিতে আঁখি ভরে।
ক্ষণে বসে যাও, তোমরাও যাবে সেই
মোর সাথে সাথে শান্তির স্বরগেই।

Beneath this rugged Monument,
There sleeps the sweetest innocent
That e'er with tender passions warm'd
A parent's heart, or smilling charm'd.
His wit nature, his rosy cheeks,
As the op'ning blossoms gay,
Or the star when morning breaks ;
Heaven saw, and snatch'd his soul away
Amidst its cherub forms to shine
Who was like them so lovely and divine.

Mourn not for me my mother dear
Though I was once your whole delight
For Christ has called me to appear
To live with him in glory bright.

Farewell my darling ; earthly woe,
Thy little life no more shall know :
Thou came but first thy face to show.

সাধারণ এই স্মৃতিসৌধ তলে
শুয়ে আছে অকলঙ্ক মণি,
অনুরাগ যার পিতৃমাতৃ হৃদে
ভাসাইত পুলক লাবণি।
তাহার অপূর্ব মেধা গোলাপী কপোলে
বিকশিছে কুসুমের লাজ,
ভাবের আকাশ পারে শুকতারা হেরি'
হ'রে নিল আসি' যমরাজ।
বিদেহী সত্ত্বার মাঝে অপরূপ রূপে
বিকিরিছে চিরন্তনী প্রভা
দেব দেহধারী পরীদের মত তাঁর
কমণীয়, রমণীয় শোভা।

কাঁদিও না মোর তরে স্নেহময়ী জননী আমার!
পরিপূর্ণ প্রীতিরূপে ছিনু আমি একদা তোমার।
অনন্তের শূন্য হতে ডাকিলেন প্রভু ভগবান
পূর্ণ জ্যোতিষ্মান হ'য়ে করিবারে নিত্য অবস্থান।

প্রিয় বাছা, বিদায়! সংসারের যত দুঃখ ও বেদন
ব্যথা না জানিবে আর ক্ষুদ্র ও জীবন।
তুমি এসেছিলে, চ'লে গেছ দেখায়ে আনন।

Still is your voice your memories awake
For Death He taketh all, but memories
He cannot break.

Farewell ! ye broken pillars of my fate,
My life's companion and my infant son,
Yet, while this silent stone I consecrate,
To conjugal paternal love forlorn.

Happy soul ! thy days are ended,
All thy mourning days below ;
Go, by angel guards attended,
To the throne of Jesus, go !
Waiting to receive thy spirit
Lo ! the Saviour stands above,
Claims the purchase of His merit,
Reaches forth the crown of love.

নীরব আজিকে তোমার কণ্ঠবীণ
জাগ্রত সদা তোমার ঐ স্মরণিকা।
মৃত্যু যে করে সব কিছু অবলীন,
তুলিতে নারে সে অমর স্মরণটীকা।

বিদায়, বিদায়! অদৃষ্টের ভগ্ন স্তম্ভরাজি,
জীবনের সহগামী মোর আত্মজ তনয়!
নীরব পাষাণে আমি স্মৃতিসৌধ সৃজিয়াছি
স্নেহ ও প্রেমের এক অপরূপ পরিচয়।

আনন্দিত আত্মা! কালের যাত্রার পথ হ'ল অবসান;
আনিল শোকের বার্তা, অশ্রুনীরে সজল নয়নে।
যাও, চলে যাও, পরীদের সাথে প্রভুর আসন পাশে
হেথায় দাঁড়ায়ে স্বাগত জানান বিধাতা তোমার আশে
প্রেমের কিরীটে রাখিবে তোমায় দীপ্তির সুবিকাশে।

Sainted spirit Heaven-ward rise,
Soar the native of the skies,
Pearl of price, by Jesus bought,
To his glorious likeness wrought ;
Go to shine before his throne,
Deck his mediatorial crown,
Go his triumphs to adorn,
Born of God, to God return,
Lo ! He beckons from on high,
Fearless to his presence fly,
Thine the merit of his blood,
Thine the righteousness of God.

Nipt in the morning of her youth,
Now sleepless in death this child of love,
A mother's fondest brightest hope has fled,
To heavenly realms above.
The Saviour this dear infant from thy arms,
To his has taken,
So fond mother weep not, you will meet again
in heaven.

মহাত্মন্ আত্মা ধায় স্বর্গপানে
অতি দ্রুতগতি দূর আসমানে।
যীশু কিনেছেন অমূল্য রতন,
গড়েছেন নিজে করিয়া যতন।
স্বর্গাসন প্রান্ত যাও উজলিতে ;
রতন মুকুটে শোভা বরধিতে।
বিজয়োৎসবে দিতে পরিচয় ;
জন্ম বিভু হ'তে, বিভুতে বিলয়।
জ্বল্ জ্বল্ করে দূর নভ পারে
নিরভয়ে চলে বিভুর আগারে।
তার শোণিতের তুমি উর্দ্ধমান,
বিধাতার তুমি হও বরদান।

যৌবন-প্রত্যূষে অকালে বিনষ্ট, মৃত্যু ক্রোড়ে সুপ্ত স্নেহের পুতলি,
জননীর প্রিয় অত্যুজ্জ্বল আশা, দূর স্বর্গধামে যায় সে যে চলি'।
তব স্নেহ অঙ্ক হ'তে আপনার ক্রোড়ে তুলে নিয়েছেন ভগবান ;
কাঁদিওনা স্নেহময়ী মাতা, স্বর্গধামে ফিরে পাবে আপন সন্তান।

Sister, thou art gone before us,
And thy sustained spirit's flown ;
Where tears are wiped from every eye
And sorrow is unknown.

Sleep on dear babe, beloved Violet rest,
Thy spirit's flown, and is for ever blest,
Sleep on dear child, unconscious of our grief,
In death like thee, we all shall find relief.

This stone thy parents' love would shew,
This verse their grief would bring to view
Thy parents' love, their deep distress,
Nor stone can shew nor words express.

ভগ্নি! তুমি গেছ মোদের স্থমুখ দিয়া
প্রাণ পাখি ত্যজি দেহ পিঞ্জর।
সবার নয়নে অশ্রু ওঠে উথলিয়া
অজানা ব্যথায় ভরিয়াছে অন্তর।

নিদ্রা যাও বাছা, ওগো যাদুমণি, লহ চিরবিশ্রাম।
প্রাণ ছেড়ে গেছে দেহ, চিরসুখে থাক তুমি অবিরাম।
সুবোধ প্রাণের বাছা, অজানা তোমার শোকের বেদনা
তোমারই মত মৃত্যুর মাঝে মিলিবে মোদেব সান্ত্বনা।

এ সমাধি শিলা প্রকাশিছে তার জনক-জননী স্নেহ ;
শিলা প্রচারিবে তনয়ের শোক, নাহি কোন সন্দেহ।
পিতা ও মাতার ভালবাসা আর সুগভীর হতাশা
কোন্ শিলা বল পারে প্রকাশিতে? কোন্ কথা দিতে ভাষা?

Sleep on sweet child and take thy rest,
God calls first those whom he loves best.

Bright as the star that sparkles in the west
Pure as the dew-drop on the lily's brest,
He can awhile to tremble and to shine,
Then rose like incense to the eternal shrine.

The mourning throng in sad array
Muse o'er the grave of those laid low,
Whilst angels chant their solemn lay,
Affection's tears in sadness flow.
Yes ! tears shall flow, the loss be felt
Whilst mem'ry holds in sad relief
My two lov'd sons, Oh ! thus bereft,
What can assuage a father's grief.

নিদ্রা যাও, প্রিয় বাছা।   লভ তব পরম বিরাম ;
প্রিয়তর বলে ডেকেছেন প্রভু আগে ধরি' নাম।

ভোরের তারকা প্রোজ্জ্বল দূর পশ্চিম নভতলে
শিশিরের কণা সঞ্চিত যেথা প্রভাত পদ্মদলে।
ক্ষণিক কাঁপিয়া আলো বিতরিয়া উঠিতেছে দেবালয়ে ;
গন্ধ-মদির ধূপদীপসম ধীরে ধীরে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে।

গভীর বিষাদে সমবেত হেথা শোকাকুল পরিবার ;
করুণ রাগিণী তুলিতে সেথায় নামাইল শবাধার।
স্বর্গের দূত নীরব কণ্ঠে গাহিছে পুণ্য গাথা।
স্নেহের অশ্রু দর দর ধারে বহে যেন সৈকতা।
অশ্রু ঝরিবে স্মৃতির বেদনে বিরহের অনুভাবে।
দুই সুত যার বিদায় লয়েছে সে প্রবোধ কোথা পাবে ?

The tender plant which sweetly grew,
To bloom it promis’d fair,
And nourish’d by the morning dew
Death’s tempest would not spare,
But had kind mercy surely smil’d
To view the stroke death hurl’d
Since thou art now remov’d, dear child,
But from a woeful world.
Now angels thine companions are,
Thine home.the realms of bliss,
And high thy dear Redeemer’s care,
When God thy father is.

Sweet child, would I say return,
Come back to live, to sin, to mourn ?
Ah, no ! enough that Heaven is thine ,
That thou art there, that thou wert mine.

This lovely but so young and fair,
Called hence by early doom,
Just came to shew how sweet a flower,
In Paradise would bloom.

লালিত ভোরের শিশির কণায় মিষ্টি কচি চারাখানি
ফুল ফোটাবার আগেই তারে মৃত্যু ঝঞ্ঝা গেল হানি'।
মরণ আঘাত হানা দেখে হাস্‌লো করুণ মৃদু হাসি
বেদনভরা ভুবন হ'তে তুলে বাছায় নিল আসি'।
দেবদূত সব তার সহচর পুলকভরা তোমার গেহ
পরম-পিতার শান্তিপুরে নিতুই তুমি পাচ্ছ স্নেহ।

সোনার মাণিক! বল্‌ব তুমি ফিরে এস আবার
এই পৃথিবীর পরে? দুঃখ দিতে, দুঃখ পেতে আর?
কক্ষণ না, এই ত ভালো: স্থান পেয়েছ তুমি স্বর্গালয়ে
সেথায় আছ আজ, পূর্বে ছিলে আমার আপন হ'য়ে।

নবীন সুন্দর কোরক নবধর অকালে ঝরিল ভূলোকে;
প্রকাশিতে এল কত মনোহর কুসুম শোভিবে দ্যুলোকে।

One loving face is from us gone ;
One voice we loved is still'd ;
One chair is vacant in our house
Which never can be filled.

We know when little children
In innocence they die.
It is the loving Saviour
Who takes them to sky.

IN MEMORIUM TO DEAR ONES

Weep not for me, lament no more,
I am not lost but gone before.

This a day of remembrance
A day of sad regrets.
A day I will always remember
When the rest of the world forgets.

একটী কচি মুখ গেছে মোদের ছেড়ে,
একটী গলার স্বর নীরব চিরক্ষণ।
একটী আসন কেবল শূন্য মোদের ঘরে
রইবে চিরদিন শূন্য অপূরণ।

সরল শিশুরা যবে চ'লে যায়
এইটুকু মনে জানি।
প্রেমময় পিতা নিয়ে যান তায়
ত্রিদিবের রথ আনি'।

প্রিয়জন বিরহের স্মরণিকা

মোর লাগি' কাঁদিওনা প্রিয়, ভাসিও না নয়নের নীরে,
হারাইনি চিরতরে আমি, চ'লে গেছি কিছু আগে ফিরে

ফিরিয়া এসেছে মরণ-স্মরণ তিথি
বেদনা জড়িত দিবস হায়!
সে দিনের কথা মনে ভ'রে রবে নিতি
জগতের জন ভুলিবে তায়।

Lo ! when this silent marbel weeps,
A friend, a wife, a mother sleeps,
A heart, within whose secret cell,
The peaceful virtues loved to dwell.

Under the wide and starry sky,
Dig the grave and let-me lie,
Glad did I live, and gladly die,
And I laid me down with a will.
This be the verse you grave for me !
Here he lies where he longed to be !
Home is the sailor, home from sea,
And the hunter home from hill.

—Stevenson

Death like an overflowing stream
Sweeps us away ; our life's a dream,
An empty tale, a morning flower,
Cut down and withered in an hour.

দেখেছ কি অই মৌন শিলায় কাঁদিতে গোপনে নিভৃতে
বন্ধু, দয়িতা, জননী যেথায় ঘুমে অচেতন নিশীথে ?
মহান হৃদয়, যাহার গভীর গোপন মনের পুরে
সদা সুখময় সদ্‌গুণরাশি সেথায় সতত ঝুরে ।

তারায় ভরা গগন তলে
শেষ শয়নের কবর খোলে ।
বেঁচেছি সুখে, মরব সুখে
শুলাম হেথা ঈপ্সা বুকে ।
পদ্য লিখো গোরের পরে—
হেথায় শুয়ে ইচ্ছা ক'রে
সাগর-ফেরা নাবিক ভারী,
পাহাড়ী এক বীর শিকারী ।

কুলভাঙা স্রোতস্বতীসম মৃত্যু আসি' সব কিছু দেয় ভাসাইয়া
জীবন-স্বপ্ন, অলীক কাহিনী প্রভাতের ফুলসম যায় হারাইয়া ।

It is not the tears at the moment shed
    That tells of hearts that are torn,
But the tears that are shed in the after years
    And a grief that is silently borne.

Death separates but memory lingers.

Lost but not forgotten.

A constant thought, a silent sorrow.

Father, in thy gracious keeping
Leave we now our loved one sleeping.

বিদায়ের কালে দুটী ফোঁটা জল
কহে না হৃদয় বেদনা।
পরে যদি হয় শোক গুরুতর
রোধিতে নারিলে রোদনা।

মিলনে বাধা আনে মরণ;
স্মৃতির তখন অবতরণ।

হারাইয়া তবু,
ভুলি নাই কভু।

একটী ভাবনা মোর,
নীরব বেদনা ঘোর।

হে ত্রিলোকপিতা! তব করুণা আবেষ্টনে।
রেখে গেনু হেথা মোর নিদ্রিত প্রিয়জনে।

Not gone from memory ; not gone from love ;
But gone to a Father's Home above.

Could I exemption plead when death
Projects his awful dart,
Could medicines prolong my breath,
Or virtue shield my heart.
Loud let the howling tempest yell,
And foaming waves to mountains swell,
No ship wreck can my vessels fear
Since hope hath fixed it's anchor here.

There is not room for Death,
Nor alone that his might could render void,
Thou-Thou art Being and Breath,
And what Thou art never be destroyed.

স্মৃতি হ'তে তুমি যাও নাই চ'লে
প্রেম হ'তে নহ দূর।
পরম পিতার ভবনে গিয়াছ,—
যেথায় স্বরগ পুর।

মৃত্যু যেথায় দেখায় কুটিল বিকট দন্ত-হাস,
মুক্তি দেবার আর্জি তখন করতে পারি পেশ ?
ওষুধ, বড়ি পারবে নাকো রুখতে নাভিশ্বাস
পুণ্যের ঢাল বিকল সেথা—রুখতে হৃদয়-দেশ।
ভীষণ ঝঞ্ঝা গর্জে উঠুক গভীর অট্টরোলে
ফেনিল উর্মি ফুলুক ফেঁপে প্রলয়ঙ্কর দোলে।
জীবন-তরী করবে নাকো ভরাডুবির ভয়
নোঙর জানি ফেলতে হ'বে হেথায় সুনিশ্চয়।

নাই কোন ঠাঁই হেথা মরণের
একাকী অক্ষম আনিবারে মহাশূন্যতা :
তুমি প্রাণবায়ু, জীব জীবনের,
শাশ্বত আত্মার অপরূপ পরিপূর্ণতা।

In prime of life and bloom of years,
My wife and friends I left in tears :
My infants too, but now I'm gone ;
Frail is the life of every man.

With Boreas blasts and stormy winds
I was tossed to and fro ;
By God's decree from danger free
I'm harbour'd here below,
Where at an anchor I do ride
With numbers of the fleet,
Until again I do set sail
My admiral Christ to meet ;

Forgive blest shades the tributary tear,
That mourns your exit from a world like this,
Forgive the wish that would have kept ye here ;
And stay'd your progress to the seats of bliss.

জীবনের মার্গশীর্ষে প্রাণের এ বিকচ বেলায়
কাঁদাইয়া প্রিয়া ও সুহৃদতে ত্যজিলাম জীবন হেলায়।
শিশু-সন্তান কাঁদে হেথা, আমি দূরে গিয়াছি চলিয়া ;
মানুষের জীবন ভঙ্গুর, কিবা ফল একথা বলিয়া।

শীতল বাত্যা, ক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝাবায়ে
ভুলিয়াছি আমি কত।
প্রভুর আশিসে ফেলেছি নোঙর
বিপদ হয়েছে গত।
মাটীর নীচের বন্দর হ'তে
তুলিব আবার পাল ;
ভগবান যবে জীবন তরীর
ধরিবেন ক'সে হাল।

ক্ষমা করো যারা ফেলে ওই-আঁখিজল
শোক করে যারা চির-বিদায়ের ক্ষণে।
ক্ষমা করো, বাঁধিয়া রাখার করি' ছল
রোধে যারা পথ যেতে সুর নিকেতনে।

"Death cannot make his soul afraid,
Whose God is with him there ;
And all the prospect fair."

Oh ! may each passer-bye, the lesson learn,
Which can alone the bleeding heart sustain ;
(Where friendship weeps at virtue's funeral urn,)
That to the pure in heart to die is gain.

Death with his dart did pierce my heart,
Whilst I was in my prime,
My friends ! most dear your grief forbear,
'T was God's appointed time.

Peace to thy shades, adieu departed worth,
Alas ! here merit moulders into earth.

মৃত্যু কবল আত্মায় কভু ডরাতে পারে
ভগবান যার হৃদয়ের মাঝে রাজে ?
তাঁর জয়ধ্বনি নিত্য নিখিলে বাজে।

ওগো পান্থ ! লভ এই জ্ঞান, পৃথিবীর চরণ উপান্তে
শোণিত প্রসিক্ত হৃদি সহিবারে পারে সেই শোক ?
যেথা কাঁদে প্রিয় বন্ধুজন ভস্মাধার ধরিয়া একান্তে।
অন্তর পবিত্র যার, মহাপ্রাপ্তিসম মৃত্যুলোক।

আমার তখন তরুণ দশা হান্‌লো মরণ বক্ষে তীর,
সখায় বলি কান্না থামাও, যাবার সময় ছিলই স্থির।

শান্তি লভুক তোমার ছায়া, বিদায় লহ গুণী-জ্ঞানী !
এই ধরণীর মাটীর পরে গুণের আদর নাইকো জানি।

The dirge is sung, death's tribute paid,
Why mourn ye living for the dead ?
Salvation's cross secures his bliss,
May thus he rest in endless peace.

Reader, pause and reflect for awhile,
This is the sure place to rest from toil ;
With sickness we were sore opprest
Kind death has eas'd us, we lie here at rest.

How sweet to sleep where all is peace,
Where sorrow cannot reach the breast ;
And pain is lull'd to rest.
Escaped o'er fortune's troubled wave,
To anchor in the silent grave.

শেষ সঙ্গীত শেষ হ'লো গাওয়া, শেষ নজরানা দান
তবে কেন, হায় ! কাঁদে নরনারী স্মরিয়া মৃতের গান
পরিত্রাতার দণ্ড এনেছে মহা আনন্দ ধারা :
অসীম শান্তি বিরাজ করুক ঘেরিয়া কবর-কারা ।

দাঁড়াও পাঠকবর ! ক্ষণ তিষ্ঠ হেথা, স্মর একবার,
সংগ্রামের শ্রান্তি হ'তে এ যে চির শান্তি স্থান লভিবার !
ব্যাধির দুঃসহ ভারে ক্লান্ত তনু নিত্য জর্জ্জরিত ।
প্রিয় মৃত্যু আনে শান্তি, তাই হেথা রয়েছি শায়িত ।

কি মধুর মহানিদ্রা, শাশ্বত শান্তির আধারে
দুঃখ যেথায় পারেনা পশিতে অন্তর মাঝারে ।
যন্ত্রণা অতি উপশম পায় শান্তির আগারে ;
ভাগ্যের চলোর্ম্মি হ'তে মহামুক্তি লভিবারে
ভিড়েছে তরণী হেথা, মৌন সমাধির পারে ।

When sorrow weeps o'er virtue's sacred dust
Our tears become us and our grief is just ;
Such are the tears he sheds who mournful pays
This last sad tribute of his love and praise ;
Who mourns the best of wives and friends combine
Where female softness met a manly mind,
Mourns but not murmurs, weeps but not despairs :
Feels as a man, but as a christian bears.

Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathom'd caves of ocean bear ;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air.

—Gray

How loved, how valued once avails thee naught,
To whom related or by whom begot,
A heap of dust alone remains of thee,
'Tis all thou art, and all the proud shall be.

যখন বেদনা কাঁদে মহতের পুণ্য ধুলি পরে,
তখন নয়ন জলে ব্যথা-শোক সত্যরূপ ধরে।
এইটুকু জেনো প্রেম ও প্রীতির অন্তিম অবদান
নয়ন সলিলে কপোল ভাসায়ে তাহাতে পুণ্য-স্নান।
কে কাঁদিছে একা বসিয়া হেথায় দয়িতা, বন্ধু লাগি'
যেথা রমণীর কোমল মাধুরী মিশে পৌরুষ মাগি' ?
কাঁদো, যেন করিও না ক্ষোভ, কাঁদো, যেন হওনা হতাশ ;
সহ্য করো সংগ্রামীর সম নিত্য রাখি' ওষ্ঠে চারু-হাস।

জলধি গর্ভে গভীর আঁধার কক্ষে
কতনা রত্ন শান্ত দীপ্তি বক্ষে ;
কতনা পুষ্প চক্ষুর অগোচরে
বিলায়ে গন্ধ মরুর মারুতে ঝরে।

কত প্রিয়তম, কত অমূল্য, ছিলে তুমি একদিন।
কোন কুলোদ্ভব ? কাহার আত্মীয় ? সে আজ মূল্যহীন !
এক মুঠো ধুলি রয়েছে পড়িয়া শরীরের শেষ পর্ব
এই যদি সার হয় তুনিয়ার, এরি লাগি' এত গর্ব ?

I leave the world without a tear,
Save for the friends I held so dear,
To heal their sorrows, Lord, descend.
And to the friendless love a friend—.

Remember me as you pass by,
As you are now so once was I.
As I am now so you will be,
Prepare for death and follow me.

"Oh ! learn how soon the flow'rs of life decay
How soon terrestrial pleasures fade away ;
This star of comfort for a moment giv'n,
Just rose on earth then set to rise in heaven."

আমার প্রিয়বন্ধু ছাড়া কারুর চোখে জল
পড়বে নাকো যখন আমি ছাড়ব ধরাতল।
দুঃখে তাদের প্রবোধ দিতে আছেন ভগবান
বন্ধুহীনও বন্ধু পাবে, বিশেষ মূল্যবান।

আমারে মনে রেখো এ পথে যাও যবে
আমিও তোমা সম অতীতে ছিনু ভবে।
আজিকে আমি যাহা, কালিকে তুমি হবে,
মরণ লভিবারে আমার পিছু লবে।

হেরো কত ক্ষিপ্র, ক্ষীয়মান জীবনের ফুল
কত দ্রুতগতি পার্থিব সুখ মিলায় দূরে।
আশার তারকা উঠেছিল নভে করি' ভুল
দেখা দিয়ে ত্বরা ধাইল উদিতে স্বর্গ-পুরে।

"Ere grief could blight or sorrow fade,
Death came with sudden care :
To heaven these op'ning buds conveyed,
And bade them blossom there."

"Go Fair example of unsullied trust,
Go smiling innocence and blooming youth,
Go female sweetness joined with manly sense,
Go winning wit that never gave offence,
Go soft humanity that blest the poor,
Go saint ey'd-patience from affliction's door,
Go modesty that never wore a frown,
Go virtue and receive thy heavenly crown."

Sweet that memory which never can fade
Of him we loved, but could not save.

শোক না নিভিতে, ব্যথা না শমিতে শমনের পদপাত
মুদিত কোরক নিয়েছে স্বরগে বিকশিতে দিনরাত।

নিষ্কলঙ্ক সত্যের অপরূপ পরিচয় লহ বিদায়!
সুস্মিত সারল্য, ফুল্ল যৌবন নিলয়,—লহ বিদায়!
রমণীর কোমলতা ও পৌরুষের যুগ্ম পরিপূর্তি, লহ বিদায়!
অপরাধহীন বিজয়ী মনীষার দিব্য তপোমূর্তি, লহ বিদায়!
আর্তজন ধন্য, বিনত মানবতার বিগ্রহ মহান, লহ বিদায়!
মুনিজনোচিত সহিষ্ণুতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, লহ বিদায়!
ভ্রূকুটি-বিহীন বিনয়ের মনোহর কূট, লহ বিদায়!
মূর্তিমান মহাপুণ্য নিতে স্বর্গের মুকুট, লহ বিদায়!

সুমধুর সেই স্মৃতির লিপিকা মুছে কভু যেতে পারে?
মোরা সবে যারে বেসেছিনু ভাল, বাঁচাতে নারিনু তারে।

Memories are treasures, no one can steal
Death leaves a heartache. no one can heal.

O Death ! insatiable as unrelenting.
From whose power no virtues can save,
here boast that power ;
For here thou hast laid low youth, beauty,
Sensiblity and virtue ; the heart that dictates this
Appreciated those virtues too well for its own peace.

The Saviour comés, by ancient bards foretold,
Hear Him, ye deaf and all ye blind behold ;
He from thick films of darkness shall purge the ray
And o'er this sightlesse ye ball pour the day ;
"Tis He the obstructed paths of souud shall clear
And bid new music charm the unfolding ear ;
The Blind shall see, the lame his crutch gorge.
Why on the mouldering tomb express his praise,
Whose name can build what time earn ever raise.

স্মৃতির সঞ্চয়, মহামূল্য মণি, নারে তারে কেহ হরিতে
মৃত্যু রেখে যায় হৃদয়ে যে-ব্যথা, নারে নিরাময় করিতে

হে মহা মরণ! তুমি মহালোভী. এই তব পরম গৌরব
তোমার নিষ্ঠুর কাল-পাশ হ'তে পুণ্য নারে রোধিতে রৌরব ;
জীবন, যৌবন, রূপ-লাবণ্য, অনুভূতি নাশো চিরতরে,
মন অনুভবে সেই পূণ্য রাশি আপনার শুভ শান্তি তরে!

প্রাচীন চারণে ক'য়ে গেছে কানে. আসে অই মুক্তিদাতা
কান পেতে শোন বধির মানব! আঁখিহীন খোলো পাতা।
আঁধারের ঘন যবনিকা ভেদি' পড়িছে বিমল জ্যোতি ;
হেরো জ্যোতিহীন আঁখি-তারকায় ভাতিছে দিনের দ্যুতি
খুলিয়া দিবেন বধির শ্রবণ শুনিতে না-শোনা গীতি ;
অন্ধ হেরিবে, খঞ্জ চলিবে অতি সাধারণ গতি।

Weep not for those whom the veil of the tomb,
In life's happy morning hath hid from our eyes,
Ere sin then a blight on the spirit's young bloom,
On earth had profaned what was borne for the skies.

There are thought that never perish
Bright, unfading through long years.

Memories drift to scenes long past
Time goes on, but memories last.

কাঁদিও না, হেরি' সমাধির শিলা আবরণে
জীবন প্রভাতে আঁখি হ'তে রেখেছে গোপনে ;
আলোর মুকুলে কেন করে পাপ পরশন ?
ধরণীর পরে কলুষিত আকাশের ধন ।

কোন কোন আছে কথা
ভোলা যারে নাহি যায়
বরষের সাথে তারা
হীরা সম উজ্জলায় ।

অতীত কাহিনী যত, স্মৃতি মোর ধরিবারে চায়
সময় বহিয়া চলে, স্মৃতি তার রেশ রেখে যায় ।

We will not forget you, nor do we intend
We think of you always and will to the end
Gone and forgotten by others may be
But dear to our memory forever you'll be.

When our heads are bowed in woe
When our bitter tears overflow
When we mourn our loss, so dear,
Jesus, son of Mary, hear.

The Author's Epitaph made by himself
Even such is Time, which takes in trust
Our youth, our joys, and all we have,
And payes us but with age and dust,
Who in the darke and silent grave
When we have wandred all our wayes,
Shuts us the story of our dayes :
And from which Earth, and Grave, and dust
The Lord shall raise me up I trust.

Sir Walter Raleigh
(1552-1618)

ভুল্‌তে তোমায় পারি ? ভুল্‌তে নাহি সাধ।
রাখবো মনে নিতি সাধলে বিধি বাদ।
চোখের আড়াল ব'লে ভুল্‌তে পারে সবে
আমার হৃদয় ভ'রে উজল চির রবে।

নয়ন যখন সলিলেতে রয় ঢাকা,
বেদনায় মাথা নত।
সকল রোদন শুনে যান যীশু একা
দূর হতে অবিরত।

এই অনন্তকাল, মোদের যৌবন, সুখ, যত সঞ্চয়গুলি
ধরে রাখে, মূল্য দেয় ; দেয়না ফিরায়ে শুধু আয়ু আর ধুলি।
সে নিজেরে বদ্ধ রাখে জীবনের ইতিকথা কবরে ঢাকিয়া
মাটী হ'তে তুলিবেন প্রভু, এই বিশ্বাস জানে তা'র হিয়া।

Nature and Nature's laws lay hid in Night,
God said, Let Newton be ! and All was Light.

—**Pope**

Death broke at once the vital chain
And freed his soul the nearest way.

—**S. Johnson**

Always so true, faithful and kind
Few in this world his equal we'll find
A beautiful life that came to end
He died as he lived every one's friend.

THE EPITAPH

Here rests his Head upon the heap of Earth
A Youth to Fortune and to Fame unknown
Fair Science frowned not his humble Birth
And Melancholy mark'd him for her own.

—**Gray**

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিধি সুগোপন ছিল রাতের অন্ধকারে
ভগবান কন—'ওঠ নিউটন!' বিশ্ব ভাসিল আলোক ধারে।

জীবনের শৃঙ্খল মৃত্যুই ভেঙেদিল
আত্মার মুক্তি সহজেই উপজিল।

প্রকৃত অনুগত, দরদী, পরিচিত
এই ধরাধামে ক্বচিৎ পাই।
সুমনোহর প্রাণ হ'ল যে অবসান
মৈত্রীতে ভরা জীবনটাই।

হেথায় শায়িত মৃত্তিকা স্তূপের মূলে
নহে যুবা যশঃ অর্থে খ্যাতিমান।
ভ্রূকুটী হানেনি বিজ্ঞান জন্ম কূলে
বিষাদ বিধুর অন্তর ম্রিয়মান।

Where the good and the bad and the
worst and the best
Have gave to their eternal rest.

I hold it true, what o'er befall ;
I feel it whom I sorrow most :
'Tis better to have loved and lost
Than never to have loved at all.

—Tennyson

He is not here : but far away :
The noise of life begins again,
And ghastly though the drizzling rain
On the bald street breaks the blank day.

—Tennyson

হেথা মন্দ, ভাল, অসৎ, গুণী
শান্তি লভে চিরন্তনী।

সত্য বলিয়া মানি ভাগ্যের বন্ধনে
অনুভব করি বেদনা গভীর পাওয়া।
তবু ঢের ভাল ভালবেসে যেতে দেওয়া ;
ভাল নাহি বাসি কভু কোন প্রিয়জনে।

সে যে হেথা নাই, গেছে দূর দেশে :
জীবনের কোলাহল সুরু পুনরায়
ঝিরি ঝিরি বারিপাতে ঝড়ের হাওয়ায়
সূর্য উদিল শূন্য শরণি শেষে।

What must I prayed it ne'er was mine
I only yield Thee, what is Thine.
Thy will be done.

And ye who now with pensive thoughts peruse
The sad effusions of a mournful muse,
Yet mark though beauty gives thee every grace,
And youth's warm blood still flushes in your face,
Perhaps o'er you death holds his iron rod,
And unprepar'd demands thee from thy God.

And what is friendship but a name ;
A charm that lulls to sleep ;
A shade that follows wealth or fame,
But leaves the wretch to weep.

আমার বলিয়া ভাল বেসেছিনু, নহেকো আমার সে ;
তোমারেই দিনু চিরকাল ধরি', শুধুই তোমার যে।

শোকান্বিত গুঞ্জনের ব্যথা নিঃসরণ হেরো যদি চিন্তার আবেশে,
দেখিবে যে রূপ তা'র জানায় সম্ভ্রম রক্ত আভা ফোটে গণ্ডদেশে
হয়তো মরণ তার লৌহ দণ্ডখানি বুলায়েছে তার চারু গায়
বিনা প্রস্তুতিতে আপন ঈশ্বর পাশে লইবার দাবী সে জানায়।

এই কি তোমার হৃদ্যতা বঁধু, শুধু নামেতেই অবসান,
যে-মোহিনী মায়া নয়নেতে আনে নিদ্ ?
যে-ছায়া সতত বিত্ত ও যশের পিছে পিছে ধাবমান
অভাগারে করে ক্রন্দন কলাবিদ্।

By time's sure test in varied stations schooled,
God claimed the heart ; and that first tribute paid
Wide flowed the stream, one generous purpose ruled
The soldire's duties, and the toils of Trade.
O, keep the record, keep it, friendly stone !

Nor yield it, but to register above ;
Till heaven's high Lord shall gather for his own
The kind and true, the stewards of his love.

Tell, faithful stone, for many a circling year,
True to thy trust his worth and kindness tell ;
Bid those who tread these courts, and linger here,
Bid them respect a name sustained so well.

Blame not the Monumental stone I raise ;
'Tis to the Saviour's not the sinner's praise.
Sin was the whole that she could call her own ;
Her good was all derived from Him alone.
To sin, her conflict, pain and grief she owed ;
Her conquer'ring faith and patience He bestow'd.
Reader, may'st thou obtain like precious faith
To smile in anguish and rejoice in death.

কালের পরীক্ষায় শৈশবে শিক্ষায়
বিধাতার দাবী হৃদয় জেনেছি।
সেই দান লয়ে নদী যায় বয়ে
সৈন্যের কার্যের সমাধা করেছি
হে প্রিয় পাষাণ! তুলে রাখ লিখে
বিধাতার স্বরগের খতিয়ানে।
যতদিন প্রভু না ল'ন ডাকিয়া
তাঁহার আপন প্রিয় সন্তানে।
হে সমাধি-শিলা! করুণা যশোগাথা
গাও বারবার বর্ষ বর্ষ ধ'রে।
পান্থে বলো ডাকি'— শ্রদ্ধানত আঁখি
'তিষ্ঠ ক্ষণকাল' ভক্তি ভাবভরে।

ভুষিও না সমাধি প্রস্তরে পাতকীর নহে এ যে বিধাতার স্তুতি :
পাপরাশি যত আপন অর্জিত, পুণ্য যাহা বিভুর বিভূতি।
অন্তর্দ্বন্দ, বেদনা ও শোক, তার পাপ হ'তে পেয়েছিল যাহা সে
দৃঢ় বিশ্বাস, ধৈর্য্যের মাঝে বিজয়ী হয়েছে সত্যই অবশেষে।
তুমি কি পাঠকবর, পারিবেনা লভি সেই অমূল্য রতন
দুঃসহ যাতনা মাঝে মধুর হাসিতে, মৃত্যু মাঝে আনন্দ মগন।

Hapless flower, by fate prevented,
Ere to blossom scarce began ;
Early in thy doom lamented,
For full soon thy coarse is ran ;
Lately we beheld him leading
Artful pleasures, gay career ;
Soon, alas ! stern death succeeding,
Veil'd him in the silent bier.
Some of us, perhaps, to-morrow,
Like our friend, may meet their doom ;
Freely then indulge your sorrow,
O'er his much lamented tomb.

With gentle manners, and with modest worth,
Meekly he spent his destin'd course on earth,
Belov'd, and most by those who knew him best ;
Deep were his virtues on their hearts impress'd ;
Are each deplor'd in his untimely end.

Soft on thy tomb shall soft remembrance shed,
The warm but unavailing tear ;
And purple flowers that grace the virtuous dead,
Shall strew the lov'd and honor'd bier.

অভাগা কুসুম ফোটার আগেই অদৃষ্ট দোষে গিয়াছে ঝরি',
অকালেতে ক্ষয় দেখিয়া কেঁদেছি জীবনের নাশ ক্রমশঃ হেরি'
তাহারে দেখিনু বেল্ডঁস ছুটিতে কালিমা মলিন প্রাণ তরঙ্গে ;
নিঠুর মরণ সব কলঙ্কে ঢেকে দিল শবযান তোরঙ্গে ।
কেহবা মোদের বন্ধুর মত সমদশা পেতে হয়তো পারে '
সমাধি শিলায় হয়তো তখন অশ্রু ঝরিবে অঝোর ধারে ।

কোমল স্বভাব, বিনয়াবনত কৃতিত্ব প্রকাশিয়া
ধরার জীবন শেষ করে গেছে নিজেরে না প্রচারিয়া
যারা জানে তারে, জানে সুগভীর গুণাবলী যত তার
পরমাত্মীয়, অতি প্রিয়জন, সে যে অতি আপনার ।
সুকৃতী তনয়, প্রিয় সহোদর, কৃপালু বন্ধুজন ;
তাই প্রতি জন খেদ করে হেরি' তাহার স্বর্গারোহণ

তোমার সমাধি পরে মধুর স্মৃতির সুধানদী
বহে বিগলিত অশ্রু তপ্ত ধারে ;
গোলাপী কুসুমে ঢাকে মহান মৃতেরে নিরবধি
পড়িয়া রয়েছে যে প্রিয় শবাধারে ।

In vain would weeping melancholy bind
Around this sacred urn the cypress shade,
No gloom attend his memory, for his mind
Reflects a radiance which can never fade.
Our deep regret, our chasten'd sorrow mourn
The loss of one with piety so fraught ;
His smiles could lure the sinner to return
Alike by practice and by precept taught.
But not from us can flow the suffrage due
A higher tribute shall his worth proclaim,
Religion will lament a son so true
And virtue celebrate her votary's name.

Thy brother, John, erects this stone
O'er thy untimely grave,
He came unnoticed and alone
Thy bed with tears to lave.

No more he'll see thy noble form
Nor hear thy voice of mirth ;
No more will beat thy heart so warm
Now still and could as earth.

But trusts thy spirit lives above,
Which Jesus died to save,
Thro' whose atoning blood and love
We all must pardon crave.

Thou wert of five the youngest, John,
Yet first on death's decree,
Now, I am the youngest thou art gone
Yet first may follow thee.

—Abercromby

বৃথাই কাঁদিছ সমাধি শিলারে ঘিরি' ছায়াময় তরুতলে।
তমসায় ঢাকা পড়েনি স্মরণ-গিরি, সদা জ্যোতি ঝলমলে।
গভীর ব্যথায়, শোকে কাঁদে হিয়াখানি ভকতের তিরোধানে ;
যার মৃদু হাসি পাপীরে ফিরাতো আনি' শুভ উপদেশ দানে ;
মোদের স্বীকৃতি তাহার যশের নহে সত্যতার যোগ্য দাম ;
ধর্ম কাঁদিছে পুত্র বিহনে, বহে চির পুণ্যময় নাম।

তোমার অনুজ রচেছে এ শিলা অকাল কবর ঢাকি'
এসেছিল চুপে ধুয়ে দিতে শিলা আঁখিজলে একাকী
হেরিবে না আর মোহন মূরতি, শুনিবে না মধুস্বর .
হৃদি-স্পন্দন স্তব্ধ-নীরব তপ্ত উরস পর।
বিশ্বাস রাখো জীবাত্মা রাজে, স্বর্গে যীশুর সাথে।
ক্ষমা-সুন্দর স্নেহ-চুম্বন, আশীষ লভিবে মাথে।
কনীয়ান্ হ'য়ে সকলের আগে তুমিতো দিয়েছ সাড়া
মরণের ডাকে আমি পিছে প'ড়ে, একি অদ্ভুত ধারা !

Happy is he, the only happy man,
Who out of choice does all the good he can ;
Who business loves, and others better makes,
By prudent industry, and care he takes.
God's blessing here he'll have, and man's esteem
And when he dies, his works will follow him.

Shepherd, farewell ! farewell ! dear noble youth,
Belov'd for honour, spirit, sense and truth,
To Memory sacred. Worth's unfading ray
Is fondly cherish'd to our closing day ;
Oh ! could thy friend an equal course maintain,
How blest the hope that we might meet again.

TO THE MEMORY OF MR. OLDHAM.

Farewell, too little and too lately known,
Whom I began to think and call my own ;
For sure our Souls were near ally'd ; and thine
Cast in the same Poetick mould with mine.

—John Dryden

সেই সুখীজন, একা মহীতলে মহা সুখী সেই
অপরের সেবা করে সে সতত আপন ইচ্ছাতেই।
ভাল ব্যবহার, অপরের হিত সতত কামনা করে ;
অনন্য শ্রম, অসীম যত্ন সারা দিবানিশি ভ'রে।
বিধির আশীষ, জনতার প্রীতি লভিবে বর্তমানে
কীর্তি তাহার গড়িয়া উঠিবে অন্তিম তিরোধানে।

মেষ পালক! বিদায়! বিদায়! হে প্রিয় মহান তরুণ!
প্রিয়তর তাই করেছে তোমার সত্য, সাহস, সেবাগুণ।
যোগাজনার পূণ্যস্মৃতির উজল ময়ূখ-মালা
শেষের দিনের সম্বলরূপে হৃদয় করিবে আলা।
সুহৃদ, স্বজন শতেক তোমার, অনুসরি' তব পথ
আবার মিলিবে শুভ আশাতেই পুরাবে কি মনোরথ?

বিদায়! সামান্য ও বিলম্বে পরিচিত হে বন্ধু আমার!
সুরু করেছিনু ভাবিবারে যারে, আর বলিবারে আপনার
দোঁহে মনে মনে নিশ্চিত জানি একই পথের পথিক ব'লে
আমার মতই কবির মনের ছাঁচেতে ঢালা সমান খোলে।

VERSES ON THE DEATH OF DR. SWIFT.

He gave the little he had,
To build a House for Fools and Mad :
And shew'd by one satyric touch,
No Nation wanted it so much :
That Kingdom he hath left his Debtor,
I wish it soon may have a Better.

—Jonathan Swift

LINES ON THE DEATH OF MR. LEVETT.

Condemn'd to Hope's delusive mine
  As on we toil from day to day,
By sudden blast or slow decline,
  Our social comforts drop away.

— Samuel Johnson

Good friend, for Jesus sake forbeare
To digg the dust enclosed here
Blest be ye man yet spares this stones
And curst be yet moves my bones.

— Shakespeare
His own epitaph

সামান্য সম্বল, তবু দিয়ে দিল সব কিছু তার
নির্বোধ পাগল লাগি' তুলিবারে উন্মাদ আগার।
দেখাইয়া দিল উন্মাদনার একটী চোঁয়ায়
কোন এক জাতি চাহে নাই এ হেন বিপুলতায়।
সেই রাজত্বে রেখে গেল মোরে তুমি করিয়া ঋণী
অভিলাষ মনে সহজেই হবে নব বিজয়িনী।

নিত্য দিনের কর্মস্রোতে কুহকী আশার গোপন গুহাতলে সদা প্রবঞ্চিত।
সহসা প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ে অথবা ক্ষীয়মান বৈরাগ্যের ফলে প্রীতি অপনীত।

প্রাণের বন্ধু, যীশুর দোহাই, তারে দিও যেন বাধা
মাটীর তলায় কবর তুলিতে খোঁড়ে যদি কেউ কাদা।
ধন্য সে নর! সমাধি শিলায় রাখে যে যত্ন ভরে
অভিশাপ পাবে, আমার অস্থি তুলিতে চায় যে নরে।

What we gave, we have ;
    What we spent, we had ;
What we left, we lost.

Rest here, distressed by poverty no more ;
Here find that calm thou gav'st so oft before ;
Sleep undisturbed within this peaceful shrine,
Till angels wake thee with a note like thine.

—Dr. Johnson

Who gives to friends so much from fate secures
That is the only wealth forever yours.

যাহা করিয়াছি দান, তাহা আমাদের আছে।
যাহা করিয়াছি ব্যয়, তাহা আমাদের ছিল।
যাহা গিয়াছি ফেলিয়া, চিরতরে হারায়েছে।

লভ বিশ্রাম, ব্যথা নাহি দিবে দারিদ্র্যের গুরু দুঃখভার,
পাবে তুমি সেই শান্তি আগে যাহা দিয়াছ হেথায় বারবার।
পাইবে হেথায় শান্তির দেউল অবিচ্ছিন্ন নিদ্রা যাইবার,
যতদিন ফিরে দেবদূত এসে গান গায় ঘুম ভাঙাবার।

বন্ধুরে যে দেয় তার সঞ্চিত ভাণ্ডার সর্বস্ব
সেই সম্পদই রবে চিরকাল হইয়া নিজস্ব।

Hope looks beyond the bounds of time,
When what we now deplore,
Shall rise in full immortal prime,
And bloom to fade no more.

Then cease fond nature, cease thy tears,
Religion points on high,
There everlasting spring appears,
And joys which cannot die.

Our hearts are fastened to this world
By strong and endless ties,
While every sorrow cuts a string,
And urges us to rise.

Let me remember that the parting sigh
Appoints the just to slumber, not to die;
The starting tear, I'd check, I would kiss the rod
And not to earth resign him but to God.

সময়ের সীমারেখা পারে আশা আরো দূরে চায়
যার তরে আজি অকারণে কর পরিতাপ :
সে জাগি' উঠিবে একদিন অবিনাশী পূর্ণতায়
সে-বিকাশে বাধা দিতে অসমর্থ খর তাপ।

ক্ষান্ত হও, রূপসী প্রকৃতি, মুছে ফেলো আঁখি লোর
হের ধর্ম দেখাইছে ঊর্ধ্বে অদৃশ্য অঙ্গুলি
সেথা রাজে চির মধুমাস, দিবস, রজনী, ভোর ;
মহানন্দে পরিপূর্ণ জীবনের ক্ষণগুলি।

হৃদয় মোদের জগতের সাথে কঠিন সূত্রে গাঁথা ;
ঊর্ধ্বে ওঠায়, বাঁধন ছেঁড়ায় প্রতিটি বিরহ ব্যথা।

বিদায়ের দীর্ঘশ্বাস আজও মোর মনে পড়ে
গেছে সে ঘুমাতে শুধু, শেষ হ'তে নয় চিরতরে :
উদ্গত অশ্রু চাপা দেবো চুমি' ন্যায়দণ্ড তাঁর।
ধরা 'পরে নেবোনা শরণ, নেবো পরম পিতার।

Pause reader ! Here is laid a man of years,
A long, long traveller thro' a vale of tears ;
He's gained the point to which the living tend,
Of rich and poor, behold the journey's end.

Father, thy gracious hand we won,
And how submissive to thy rod ;
That must be wise which Thou hast done,
It must be kind, for "Thou art God."

God, my Redeemer lives,
And often from the skies
Looks down and watches all my dust,
Till he shall bid it rise.

দাঁড়াও পাঠকবর ! হের সমাধিত হেথা সুপ্রবীন নর
দীর্ঘ হতে দীর্ঘ দূর পথযাত্রী পথিক-প্রবর ।
জীবন যাত্রার পথে কোথা চিরশেষ জেনেছেন তিনি
ধনী, নির্ধন, ইতর, মহত সকলের গতি যিনি ।

হে পিতঃ ! তোমার করুণা করাঙ্ক ধরি',
তোমার আদেশ লব নতশিরে বরি' ।
তুমি যা' করেছ সুবিবেচনাতে জানি,
তুমি যে দয়াল ভগবান ব'লে মানি ।

ঈশ্বর মোর ত্রাণকর্তা, নীলাকাশ হ'তে নিত্য আমায় দেখেন,
মুক্তি আজ্ঞা যতদিন নাহি দেন মোরে, কবরে দৃষ্টি রাখেন ।

Sweet shades of departed worth, Farewell,
To bereft of thee, we still love to dwell
On thy fond memory, the theme we ne'er can forget
Until life's ebb is o'er, until our sun is set.

Great Arbiter of life and death,
I bow to thy decree,
From thee first came the vital breath,
I yield again to thee.

Thou who canst clear the darkest day,
Or cloud the brightest sun,
Grant me submission still to say,
"Thy work, O Lord, be done."

'Tis God that lifts our comforts high,
Or sinks them in the grave,
He gives, and blessed be His name,
He takes but what he gave.

তিরোহিত কৃতী জন স্মিত ছায়া ! লহ গো বিদায়,
তোমাহারা হ'য়ে বাঁচিবারে চাই স্মৃতির-সুধায় ।
সুমধুর তব স্মৃতির মালিকা অমলিন হ'য়ে রবে
যতদিন প্রাণে রবে স্পন্দন, সবিতা উঠিব নভে ।

জীবন-মরণের হে মহা সালিশ !
তোমার আদেশে জানাই নতি ।
তোমা হ'তে এসেছিল প্রাণ বায়ু,
তোমাতেই তাহা লভেছে গতি ।

মেঘল দিবসে রবিরে কে পারে আনিতে,
সূর্যের মুখে ফেলিতে মেঘাবরণ ?
মোর নিবেদন তোমার চরণে রাখিতে
—"তোমার ইচ্ছা হউক সম্পূরণ" ।

ভগবান দেন প্রচুর আরাম, কখনও পাঠান্ হঠাৎ গোরে :
ধন্য, ধন্য প্রভু ! যা' দেন জীবেরে নাহি লন ফিরে আপন করে ।

Here lies beneath this monumental stone
A youth to fortune and to fame unknown,
Afflictions sore long time I bore,
Which wore my strength away,
And made me long for endless rest
That never will decay.

Sincere in friendship and in dealings just,
In every action equal to the trust ;
Such was the man whom God to us had given,
So soon to merit and to enter heaven.

Living beloved, in all relations true,
Exposed to follies but inclined to few ;
Reader, reflect and copy if you can,
The social virtues of this worthy man.

এই সমাধির পাথরের তলে শেষের শয়ানে শায়িত।
অজানা, গরীব, তরুণ যুবক, যার শোকে হৃদি ছায়িত।
সকল শকতি হরিয়া লয়েছে, ব্যাকুলিত মোরে করে
চিরাকাঙ্খিত অশেষ বিরাম হৃদে লভিবার তরে।

অন্তরের বন্ধু মোর, ব্যবহারে ন্যায়পরায়ণ,
প্রতি করমেতে চির সত্যভাষী, বিশ্বাসভাজন।
বিধি পাঠালেন সেই যোগ্য জনে আমাদের মাঝে
ফিরে ডাকিলেন দ্রুত ত্রিদিবেতে আপনার কাজে।

বেঁচেছিল প্রিয় হয়ে, সর্ব আত্মীয়ের আপনার জন :
চাতুরী ছিল না মনে, নিরপেক্ষ ছিল সত্য আচরণ
পাঠক প্রবর! ভেবে দেখ মনে, যদি কোন কালে পারো
এমন জনের সামাজিক গুণ অনুকরণিতে আরো।

'Tis religion can give
Sweetest pleasures while we live,
'Tis religion must supply
Solid comfort when we die.

My saviour shall my soul restore,
And raise me from my dark abode,
My flesh and soul shall part no more,
But dwell for ever near my God.

They are all gone into the world of light!
And I alone sit lingering here;
Their very memory is fair and bright,
And my sad thoughts doth clear.

জীবের জীবনে অনাবিল সুখ দিতে পারে শুধু ধর্ম।
মরণেও চির সান্ত্বনা দিতে, পারে শুধু সেই ধর্ম।

আঁধার প্রকোষ্ঠ হ'তে মুক্তিদাতা বরে
তুলিবেন মোরে তিনি আপনার করে।
বিদেহী জীবের আত্মা দেহত্যাগী হ'বে
বিভুর হৃদয় প্রান্তে নিত্য কাল রবে।

তারা সব গেছে এক এক ক'রে আলোর রাজ্যে চলিয়া,
আছি আমি হেথা সময়ের স্রোতে বসিয়া।
সুমধুর স্মৃতি হৃদয়ে আমার রাখে নিতি উজলিয়া
বিষাদিত ভাব ধীরে ধীরে যায় খসিয়া।

It glows and glitters in my cloudy breast
Like stars upon some gloomy grove,
Or those faint beams in which this hill drest
After the sun's remove.

—Henry Vaughan

My times of sorrow and of joy,
Great God are in thy hand ;
My choicest comforts came from thee,
And go at thy command.

Never was "dust to dust" more sadly said,
Than when thy spotless relics were laid ;
'Tis vain the efforts to describe thy worth,
Tears, the sole eloquence of grief, spring forth ;
Foe ever lost to those who knew thee not,
By those who knew thee, never to be forgot.

আমার মেঘল হৃদয় আকাশে জ্বলে উজ্বল দ্যুতি
আঁধার কুঞ্জে তারকা উদয় সম।
অদ্রি শিখরে আলোকের ক্ষীণ জ্যোতি
তপন ডুবিলে ধরে শোভা অনুপম।

আমার বেদনা, মোর আনন্দ ধারা
চির নির্ভর প্রভুর করুণা করে
পরমানন্দ তোমা হতে পেল তারা
চলে যাবে পুন তোমার আদেশ পরে

"মৃত্তিকার ধন মৃত্তিকা লভুক" হয় যবে উচ্চারিত ;
ব্যথা জাগে প্রাণে কনক প্রতিমা কবরেতে যবে স্থিত।
বিফল প্রয়াস প্রকাশিতে তার অনুপম গুণপণা,
শোকের স্মারক নয়ন সলিলে পেতেছে কি প্রকাশনা।
বৈরী হারাবে মহৎ মানুষে তোমারে যে জানে নাই :
নারিবে ভুলিতে সুহৃৎ-স্বজন তোমার আত্মতাই।

Thou are gone to the grave, 't were wrong to
deplore thee,
Since God was thy ransom, thy guardian, thy guide.
He gave thee, He took thee, He soon will
restore thee,
Where death has no sting, since the Saviour has died.
Also his two infant children who died in
early infancy.

In deep distress with sorrows round,
Assist me, or my barks aground ;
From rocks and shoals and dangers of the deep,
God has preserved my soul I hope as yet.

Though glory decks the sleeping hero's bust,
Her marble tablets moulder into dust.
But virtue, faithful to her votary's fame.
To endless honour consecrates His name.

A feel consumption gave the fatal blow,
The effect was certain but the death was slow.
With grief and pain long time I was oppress'd,
My prayers were heard ; God kindly gave me rest.

তুমি গেছ চলে কবরের তলে কিছু বলা তোমারে অন্যায়,
ভগবান যদি তোমার প্রতিভূ, অভিভাবকও সহায়ক
দিয়াছেন তিনি নিয়াছেন তিনি ফিরায়ে দেবেন পুনরায়।
শমনের যেথা নাহি কোন ভুল, ত্রাতা-বুকে মরণ শায়ক।
শিশু দুটী তার মরণ লভেছে জীবনের উষসী বেলায়।

নিবিড় বেদনায় দুঃখের পরিবেশে কৃপা কর, প্রভু মোরে
নহিলে ডুবিবে মোর তরীখান
মগ্ন মৈনাকে, গুপ্ত বালুচরে, অথবা গভীর রত্নাকরে
আত্মার রক্ষক আজো ভগবান।

গৌরব-গর্বিত নিদ্রিত বীরের আবক্ষ মূরতি
সেই মর্মর-ফলক ধুলিতেই লভে পরিণাম।
সে যে মহাপুণ্য ফলে লভিয়াছে ভক্তের আরতি
অশেষ যশের কক্ষে উৎসর্গিত তার শুভনাম।

এই সর্বনাশা ক্ষয়রোগ হানিয়াছে চরম আঘাত
পরিণতি পরিচিত, তাই ধীরে ধীরে হ'ল দেহপাত
দীর্ঘ শোক, বেদনার ভারে ছিনু আমি প্রপীড়িত অতি;
প্রার্থনা শুনিয়া প্রভু আমারে দিলেন পরম বিরতি।

Why on this mouldering tomb express his praise ?
Whose name can build what time can never raise.

My flesh shall slumber in the ground
Till the last trumpet's joyful sound,
Then burst the chains, with sweet surprise,
And in my Saviour's image raise.

No longer mourn for me when I am dead
Than you shall hear the surly sullen bell.
Give warning to the world that I am fled
From this vile world, with vilest worries to dwell.

কেন এই ক্ষীয়মান গোরে প্রকাশিছ তার যশোগাথা
তার নাম রাখে কীর্তি যাহা, মহাকাল কভু পারে না তা।

আমার দেহটী শয়ন লভিবে এই ধরণীর কুলে
যত দিন না আহ্বান-ভেরী ভেসে আসে শ্রুতিমূলে।
লোহার শিকল টুটে যাবে মোর সুমধুর বিস্ময়ে,
মুক্তি দাতার মূরতি উঠিবে অমরার পথ ব'য়ে।

'মোর লাগি' করিও না শোক, মৃত্যু যবে লইবে হরিয়া:
—এখনকি পাওনি শুনিতে শমনের শেষ ঘণ্টা রেশ?
শঙ্কার সংকেত দাও জগতেরে আমারে স্মরিয়া
কীট-ক্লিন্ন ধরণীর পরিবেশ হ'তে আমি নিরুদ্দেশ।

Yes ! I must weep, tho' reason oft in vain,
Bids my fond heart its heaving sighs restrain,
And oft suggests to my afflicted mind:
That earthly virtues, heavenly joys shall find,
Go then dear shade, thy just reward receive,
Faith bids me trust, tho nature bids me grieve
I bow submissive to the will divine,
Mine is the sorrow, be the glory thine.

Though on the stormy sea of life I roam,
A weary mariner than longs for home,
Mid shoals and quicksands yet will I not fear.
For thee I love my Bible ! ever true,
As mystic needle when 'tis dark and drear,
That points the unseen way.

"Father I give my spirit up.
And trust it in thy hand ;
My dying flesh shall rest in hope,
And rise at thy command."

সত্যই আমি নয়ন সলিলে তুলিব কি হা-হুতাশ ?
হৃদয়ের মাঝে সুমতি কহিছে 'ফেলোনা দীর্ঘশ্বাস'।
বেদনা-বিধুর অন্তর মাঝে এই এক ধারণাই—
ধরার পুণ্য পাবে পরিশেষে স্বরগেতে পুনঃ ঠাঁই।
প্রকৃতি কহিছে, কর শোক ; ধর্মের বাণী—নির্ভরতার.
তবে ফিরে গিয়ে, লভ প্রিয় ! সুকৃতির এই পুরস্কার।
প্রভুর বাসনা পূরণ করিতে মাগি যে শরণাগতি—
আমার কপালে অসীম দুঃখ, তোমার যশের জ্যোতি।

জীবনের ক্ষুব্ধ পারাবারে গৃহ অভিলাষী ক্লান্ত কর্ণধার
শঙ্কা নাহি হেরি' শুষ্কতট, আর গুপ্ত বালুচর।
ভালবাসি ধর্মকথা, দিব্য কম্পাসের কাঁটা ভেদি' অন্ধকার
অদৃশ্য বন্দর পানে দেখাইছে দিক নিরন্তর।

হে পিতঃ ! আমার আত্মারে তুলিয়া দিয়াছি তব নির্ভয় করে
মোর প্রাণহীন শবদেহ প'ড়ে উঠিতে আহ্বান স্বরে।

Life's duty done as sinks the clay
Light from its load the spirit flies,
While heaven and earth combine to say,
"How blest the righteous when he dies."

O what enlargement ! who can tell,
The overwhelming glory given !
When one the soul has burst its cell,
And finds itself in heaven.

The hour of my departure's come,
I hear the voice that calls me home ;
At last, O Lord, let trouble cease,
And let thy servant die in peace.

মৃত্তিকা পিণ্ডের মত জীবনের কর্ত্তব্যের শেষ
দেহের নিগড় ভাঙি' সে জ্যোতির হয়েছে নিঃশেষ !
আকাশ, ধরণী একসাথে মিলে কহে উচ্চৈস্বরে —
ধন্য-ধন্য পুণ্যবান, ন্যায়-নিষ্ঠ গিয়াছে কবরে ।

কি অপূর্ব প্রসারতা ! কে বলিতে পারে
সুমহান যশ-গৌরব লভি'—
মানব-আত্মা গতি পায় গগনের পারে
দেহ-কারা হ'তে মুকতি লভি' ।

বিদায়ের ক্ষণ এসে গেল জীবন সাগর কূলে—
আহ্বান বাণী ঘরে ফিরিবার পশিছে কর্ণমূলে ;
পরিশেষে যেন অন্ত হয় বেদনার হা-হুতাশ
সুখে যেন মরিবারে পায় তব অনুগত দাস ।

This only to the ardent heart,
Where love and friendship dwell,
Is known how dreadful 'tis to part,
How sad the last farewell.

Hark ! a voice it cries from heaven
Happy in the Lord who die ;
Happy thy to whom 'tis given,
From a world of grief to fly,
They indeed are truly blessed,
From their labour, when they rest.

Calm on the bosom of thy God,
Fair Spirit rest thee now,
Even while with us thy footsteps trod,
His seal was on thy brow.
Dust to its narrow house beneath,
Soul to its place on high.
They that have seen thy look in death,
No more may fear to die.

প্রেম ও মৈত্রী যেথায় নিবাসে জানে সে কাতর প্রাণ
কত মর্মভেদী চলে যেতে দেওয়া, করিতে বিদায় দান।

ঐ শোন, স্বর্গ হ'তে বাণী শ্রুত হয়—
সুখী সেই, প্রভু-পদে লভে যে আশ্রয়।
সুখী সেই ভাগ্য, যার সুপ্রসন্ন অতি—
শোকের সংসার হ'তে লভে যে মুকতি।
সত্য ধন্য-তারা, জীবনের কর্ম হ'তে—
চিরশান্তি লভে যবে এই ভুবনেতে।

পবিত্র জীবাত্মা, শান্তি লভ এবে বিশ্ববিধাতার বক্ষে ;
জীবনের পথে পদধ্বনি শুনি তথ.মা আঁটা যে চক্ষে।
কুটীর দুয়ারে শবদেহ প'ড়ে, গেছে প্রাণবায়ু চকিতে,
যাহারা দেখেছে মুদিত নয়ন, ভয় নাহি পাবে মরিতে।

Angel thou art gone before us,
And thy spotless soul is flown,
Where tears are wiped from every eye,
And sorrow is unknown.

Love's greatest gift—Remembrance.

Great was her courage
Her refuge is with God.

"My home henceforth is in the skies,
Earth, seas, and sun adieu,
All heav'n unfolded to my eyes
I have no sight for you."

So speaks the Christian firm possess'd
Of faith's supporting rod,
Then breathes his soul into its rest,
The bosom of his God.

দেবতার দূত বিদায় নিয়েছে মোদের সুমুখ দিয়া।
কলঙ্কহীন আত্মা গিয়াছে উড়িয়া সত্যলোকে।
চোখের পাতার অশ্রু সলিল মুছিছে আঁচল নিয়া
অজানা বেদনা মেঘ, ছায় না মানস লোকে।

প্রেমের পরম রেশ
স্মরণেতে অবশেষ।

অপার তাহার নির্ভরতা ব'লে
ঠাই পেল সে ভগবানের কোলে।

আমার আবাস আজি হ'তে নীল আকাশে।
ধরণী, প্রচেতঃ, হে পূষণ, লহ বিদায় সম্ভাষণ:
সকল নিখিল নয়নেতে মোর প্রকাশে।
তবু আজি হায়, মিলিল না তব প্রিয় দরশন।
এই মত বলে অন্ধবিশ্বাসী, যত ধর্মেতে মহীয়ান—
প্রাণ যায় উড়ে বিরাম লভিতে, প্রভু হৃদে পেতে স্থান।

Why do we mourn departing friends
Or shake at death's alarms,
'Tis but the voice that Jesus,
To call them to his arms.

O death, where is thy sting :
Thy pow'r can only o'er their frames preside
And earth to earth can bring ;

To heav'n their soul imperishable is gone
Where is the victory ?
In heaven as on earth God's will be done ;
His pow'r thy glory.

Far from its God it could not long remain,
But quick it wing'd its flight from earth again.

They rest in this grave, but 'tis wrong to deplore them
Since God was their ransom, their guardian and guide.

বন্ধু বিয়োগে কাঁদ কেন শোকে,
কেন কাঁপো ভয়ে মরণে হেরি' ?
ডেকেছেন নাথ যেতে সুরলোকে
তুলে নিতে দুই বাহুতে ঘেরি'।

ওগো মহাকাল ! কোথা তব শেল ? দেহ 'পরে
শুধু শক্তির পরিচয়।
মাটীর মানুষ মাটীতেই মেশে, অবিনাশী
আত্মা গিয়াছে স্বর্গালয়
কোথায় তোমার জয়ের কেতন ? স্বর্গে-মর্ত্যে
প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়।

ভগবানে ছাড়ি' দীরঘ দিবস কেহই পারেনা রহিতে দূরে ;
তাই ডানা মেলি' ধরণী হইতে সুদূর আকাশে গিয়াছে উড়ে।

কবরে শায়িত যারা বৃথাই বিলাপ করা তাহাদের জন্য ?
দয়াময় ত্রাণকর্তা অভিভাবক ও উপদেষ্টা রূপে গণ্য ।

Ah warm philanthropist ! Ah faithful friend !
Thy life devoted to one generous end,
To bless the Hindoo mind with British lore,
And truth's and nature's faded lights restore.
If for a day that lofty aim was crost,
You grieved like Titus that a day was lost,
Alas ! it is not now a few-brief hours,
That fate withholds, a heavier grief o'erpowers,
A nation whom you loved as if your own,
A life that gave the life of life is gone !

—David Hare

"Ye wandering travellers that pass this way,
Stand still a while, these lines survey,
Fragrant the rose is but it fades in time,
The violet sweet but quickly past the prime :
Then weep not o'er thy brother's tomb, O brother weep not so,
The flower is cropt by a wiser hand, the flower in heaven shall blow."

Ah, rose ! thy metrics are best recorded in the heart of him,
For they constituted the price and happiness of his days,
With ever mourns thy irreparable loss,
Thou once amiable and affectionate, farewell !

হে মহান বিশ্ব-প্রেমিক ! হে বিশ্বাসভাজন বন্ধুজন !
তোমার জীবন মহত্তাদর্শে নিবেদিত তনুমন !
হিন্দুর মনে বিদেশী গুণের আনিলে সঞ্চারণ
সত্য কৃতির স্তিমিত আলোয় জ্বালালে প্রজ্বালন ।
যদি কোন দিন কল্যাণ-ব্রতে সেবা হয় কভু ক্ষীণ,
বেদনা ব্যথিত হৃদয় ভাবিত, হেলায় হারানু দিন ।
নিয়তি তোমারে রেখেছিল ধ'রে, গুরুশোকে হৃদি ম্লান
যে জাতিরে তুমি ভালবেসেছিলে তার লাগি' দিলে প্রাণ ।

ভ্রাম্যমান পথিক প্রবর ! এ পথে যেতে যেতে
দাঁড়িও ক্ষণতরে গোরের জাঙালেতে ।
গোলাপ ফুলদল ঝরেছে সময়েতে ;
সুরভি পলাতকা কুসুম কাননেতে ।
ফেলোনা আঁখিজল সোদর সমাধিতে ।
সে ফুল প্রভু নিল স্বরগে ফুটাইতে ।

হে গোলাপ বালা ! তোমার কৃতিত্ব মুদ্রিত তাঁর অন্তর আকাশে
উচিত মূল্য দেন যিনি, আনন্দ বিলান নিতি সৌরভ বিকাশে ।
অপূরণীয় ক্ষতির মূল্যায়ণে দুঃখ-শোক নিত্য মোরা করি,
একদিন ছিলে তুমি আমাদের প্রিয়জন এই কথা স্মরি ।

Reader, do thou thyself prepare,
For soon or late thou must be here,
Unless thou this counsel take,
Be sure the Lord will thee forsake.

Go home my friends and cease your tears,
I must lie here till Christ appears ;
Repent in time, while time you have,
There's no repentance in the grave.

Not lost but gone before ;
Yes, and we trust at last,
When the long Sabbaths of the tomb are past,
We all shall meet in Christ to part no more !

Let the vain world engage no more,
Behold the gaping tomb,
It bids us seize the present hour
To-morrow death may come.

হে পাঠক, তুমি কি নিজেরে রেখেছ প্রস্তুত
হেথায় আসিতে হ'বে বিলম্বে নতুবা দ্রুত।
যদি না লইতে পার এই মহামূল্য উপদেশ।
পরিত্যাগ করিবেন শেষে জেনো, প্রভু পরমেশ

ফিরে যাও বন্ধুগণ, মুছে ফেলো নয়নের জল,
যতদিন না আসেন দেবতা লইনু ধরণীতল।
অনুশোচনা করিও সময়ে, যদিবা সময় পাও :
কোন ক্ষোভ নাই নিশ্চিত জেনো যখন কবরে যাও।

হারায়নি, শুধু গেছে আগে,
এ বিশ্বাস রাখি পুবোভাগে।
উত্থান কাল আসিবে যবে,
বিধাতার সাথে মিলন হবে।

ধরার মায়ায় পড়োনা জড়ায়ে
সমাধি শিলায় হের গো দূরে
বর্তমানের সুযোগ লওগো,
কালই যেতে পার মরণপুরে।

And we must wander witheringly
In other lands to die,
And where our father's ashes be,
Our own may never lie.

"Nor pain, nor grief, nor anxious fear,
Invade these bounds ; no mortal woes,
Can reach the lovely sleeper here,
And angels watch her soft repose."

Not to the grave, not to the grave, my soul,
Descend to contemplate,
The form that once was dear,
The spirit is not here.

Earth on earth remember well
When earth to earth shall go to dwell,
Then earth in earth shall close remain,
Till earth from earth shall come again.

নিত্য পথের নেশার আকর্ষণে
দূর বিদেশে মরণ লভি ভাই ;
পিতৃকুলের ভস্ম যেথায় রাখা
সেথায় আমার নাই বা হ'ল ঠাঁই।

এই সমাধি প্রাঙ্গণে ব্যথা নাই, নাই ভয় ভীতি ;
ধরার বেদনা চির-নিদ্রিতের করিতে পারেনা ক্ষয় ক্ষতি।
দূর হ'তে দেখে স্বরগের দূত, মৌন সমাধি শিলার প্রতি।

কবরেতে নয়, কবরেতে নয় আজ।
নেমে এসো ফিরে অবধারণার মাঝ
যে-মূরতি ছিল এককালে অতি প্রিয় :
সেই অনুভাব নহে আজ স্মরণীয়।

ধরণীর ধনে ধরণী কি মনে রাখে ?
ধরার মানুষ ধরায় যখন থাকে ?
ধরণীর প্রাণী ধরণীতে হ'বে লীন ;
সেই ধরণীর আসিবে জন্মদিন।

What peaceful hours I once enjoyed !
How sweet their memory still !
But they have left an aching void
The world can never fill.

—Cowper

Here lies one whose name was written in water.

Here lise Tom Hyde,
It is pity that he died.
We had rather
It had been his father ;
If it had been his sister
We had not missed her.
If the whole generation
It had been better for the nation.

Beneath the Stone old Abraham lies
Nobody laughs and nobody cries,
Where he's gone, or how he fares
Nobody knows, and no one cares.

কিবা শান্তিময় ক্ষণে হৃদি মোর ভরা ছিল
কত মধুময় অতীতের স্মরণ গাথায়
তারা রেখে গেল ব্যথাভরা শূন্য এ নিখিল ;
ধরণী নারিবে কভু পূর্ণ করিবারে তায়।

হেথায় চির নিদ্রায় শায়িত আছেন একা
যাহার অমর নাম সলিল-আখরে লেখা।

হেথায় রবীন নিদ্রা যায়
দুঃখ হ'ল তার মরায়।
ভালই হ'ত তার পিতার
মরলে আগে পুত্র মরার।
মরতো যদি তাহার বোন,
কিছুই ক্ষতি হ'ত না কোন ;
সবাই যদি ওদের যে তো
জাতির ভাল তাতেই হ'তো।

বুড়ো আব্রাহাম্ আছেন শুয়ে এই সমাধির শিলার তলে।
কখনও কেউ হাসে না জোরে, ভাসে না কেউ নয়ন জলে।
কোথায় তিনি গেছেন চলে, কেমন আছেন সেই দেশেতে,
খবরও কেউ রাখেনা তার, ব্যগ্রও নয় খবর পেতে।

Farewell, vain world ! I've had enough of thee,
And now am careless what thou say'st of me :
Thy smiles I court not, nor thy frowns I fear :
My cares are past ; my heart his easy here.
What faults they find in me take care to shun,
And look at home—enough is to be done.

To day recalls the saddest day of my life
For to love and then to part
Is the greatest shock in human strife.

Loved in life, treasured in death
A beautiful memory is all that is left.

Though dead he lives within our heart
His presence lingers near.
Remembered only by his love
Our memories hold him dear.

হে মহাশূন্য পৃথ্বী, বিদায়! প্রচুর পেয়েছি এ ধরায়;
আজ আমি উদাসী বিবাগী, যাহা খুসী বল না আমায়।
মজিব না হেরি' মধু হাসি, তুচ্ছ করি তোমার ভ্রূকুটি;
ভাবনা গিয়াছে মোর দূরে, হৃদি মোর করিবে না ত্রুটি।
দোষ যদি হ'য়ে থাকে, চেষ্টা কর করিবারে পরিহার।
আপন আলয় পানে চাও; বহু কাজ আছে করিবার।

মনে পড়ে আজ অতীতের সেই বেদনা জড়িত স্মরণখানি।
ভালবেসে পরে যেতে দেওয়া, তীব্র আঘাত হৃদয়ে জানি।

জীবনে পেয়েছে প্রীতি ও প্রণয়, মরণে পেয়েছ মহামূল্য তার;
রাখিয়া গিয়েছ এইটুকু সার, মোহন স্মৃতির শেষ সম্ভার।

অমরার অধিবাসী, তবু মোর অন্তরে নিবাসে
যেন তারে হেরি চারিপাশে।
প্রেমে তুমি করিয়াছ জয় মোর স্মৃতির আবাসে
তাই তোরে সবে ভালবাসে।

Oh, how cruelly sweet are the echoes that start
When memory plays an old tune on the heart.

—Eliza Cook

Friend, in your epitaphs I am grieved
So very much is said
One-half will never be believed
The other never read.

To this sad shrine, whoever thou art ! draw near
Here lies the friend most lov'd, the son most dear
Who never knew joy but friendship might divide
Or gave his father grief but when he died.

—Pope

By foreign hands thy dying eyes were closed
By foreign hands thy decent limbs composed
By foreign hands thy humble grave adorned
By strangers honourned, and by strangers mourned.

—Pope

প্রতিধ্বনি তার অই শোনা যায়   নিদয় মধুর কত।
হৃদয় বীণায় স্মরণ বাজায়   পুরাতন সুর যত।

বন্ধু! আমি ব্যথিত হয়েছি হেরি' তব সমাধি লিখন
কত কথা আছে সুলিখিত।
আধা তার কেউ করে না বিশ্বাস, কোনদিন কোন ক্ষণ
বাকী রয়ে যায় অপঠিত।

এ শোকের মন্দিব না জানি কার তরে প্রতিষ্ঠিত।
কাছে এস হেরো হেথা, অন্তিম শয়নে সুনিদ্রিত
প্রিয় বন্ধুবব, পুত্র প্রাণধন,—চিরদুঃখী ভবে,
ছিন্ন বন্ধুপ্রীতি, জনকে দিয়েছ ব্যথা জীবিত যবে।

বিদেশীর হাতে তোমার নয়ন হ'ল চিরনিদ্রিত।
বিদেশীর হাতে তোমার শরীর হ'য়েছিল নির্মিত।
বিদেশীর হাতে তোমার সমাধি হ'ল যে সুসজ্জিত
বিদেশীরা তাই জানায় প্রণাম, বিরহে শোকান্বিত।

Emigravit, is the inscription on the tomb stone
where he lies
Dead he is not, but departed,—for the artist
never dies.
—Longfellow

Full many a life he saved
With his undaunted crew ,
He put his trust in Providence
And cared not how it blew.

After death are wonders rare,
And not a shed of ugly care,
There is naught to do, and naught to rue,
The sky is ever clear and blue.

When I am gone, O think of me
As one whose soul is fetters free ;

তাহার সমাধি পরে উৎকীর্ণ শিলালিপি খানি .
মৃত নয়, গেছে চলে, শিল্পীজন অমর যে জানি।

অনেক প্রাণেরে বাঁচায়েছে সে
অপূর্ব তার নাবিকতায়।
ভগবানে ছিল সুদৃঢ় আস্থা
ভ্রূক্ষেপ করেনিকো বাত্যায়।

মরণের পরপারে কিবা আছে ভাবি তাই .
ক্রূড়তার, নীচতার সেথা কোন ঠাঁই নাই।
করিবার কিছু নাই. নাই কিছু ভাবিবার,
নির্মল নভতল নীলিমায় একাকার।

যখনি চ'লে যাব স্মরিও মোর কথা
আত্মা পেলো যার পূর্ণ স্বাধীনতা।

It is so soon that I am done for,
I wonder what I was begun for.

Shrine of the Mighty ! can it be,
That this is all remains of Thee ?

—Byron

Of Manners gentle, of Affections mild ;
In Wit a man ; Simplicity a child.

—Pope

It is a jest, and all things show it,
I thought so once, but now I know it.

—Gray

এত দ্রুতগতি কাজ মোর হ'ল সারা
কোথা এর সুরু, বিস্ময়ে হই হারা।

দেবতার মন্দির! এই হ'তে পারে কভু
এই তার পরিণতি? আর কিছু নাই, প্রভু!

স্বভাবে ভদ্র, স্নেহেতে কোমল
মেধায় মানুষ, বালক সরল।

এ জীবন বিচিত্র কৌতুক, সব কিছু যেন ভোজবাজী;
অতীতের ধারণা যতেক সত্য ব'লে গণি' তারে আজি

As I walked by myself I talked to myself
And thus myself said to me,
Look to thyself and take care of thyself,
For nobody cares for thee.
So I turn'd to myself, and I answered myself,
In the selfsame reverie
Look to myself or look not to myself
The selfsame thing will it be.

What does Death do ? It hides the stars that
twinkle in our eyes,
And crushes Hope that's centred in some
fancied Paradise.
Yet not content with this it dries our blood and
keeps us in,
Dark narrow pits where worms and vermin
eat and feast and join.

Not whence we come,
But where we go—
O, this alone,
We'd like to know.

আমারে নিয়ে চলেছি পথে কয়েছি কথা আমার সাথে
আমার আমি কয়েছে আমারে ;
নিজের পরে নিজেই চেয়ো নিজেরে যত্ন নিজেই নিও,
তোমার তরে ভাবে না সংসারে।
চেয়েছি আমি নিজের পরে জবাব দিছি নিজের স্বরে
স্বপ্ন সুখের অলীক কল্পনায়।
চাইলে চোখে আমার পানে কিংবা কোথা অন্যখানে
একই জিনিষ ঘটবে পুনরায়।

শমনের কাজ কিবা জানো ? আঁখির সুমুখ হ'তে তারকা গোপন রাখে,
নতুন স্বর্গ যে আশা রচনা করে, নির্মম করে তাহারে দলিয়া থাকে।
পরিতৃপ্ত নয় রুধির শোষণ করি', আর ফেলি' নিরয় রৌরবে।
যেথা ক্ষুদ্র কৃমি-কীট আরামেতে বাঁচে, ভোজনপর্ব চালায় সগৌরবে।

কোথা হতে আসি, কোথা চলে যাই,
এইটুকু শুধু জানিবারে চাই !

GLEANINGS FROM THE SHORES OF SEVEN SEAS

ENVELOPED IN THE TOMBSTONES DEAR,

GATHERED FROM THE CHURCHYARD AND ABBEYS ;

REMIND US OF THE DOOMS' DAY NEAR

ALPHABETIC INDEX

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

Y

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

অ

আ

ঈ

এ

ঐ

ও

ক

গ

চ

ছ

জ

ঝ

ত

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

ল

শ

স

হ

ভ্রম সংশোধন

পাতায়	এমন আছে	পড়তে হবে
vii	সমাধিক	সমধিক
vii	মিশরীয়	শিখরীয়
৭	ত্রিদর্শ	ত্রিদশ
২১	সমাধিতা	সমাহিতা
৩১	আনল	আনন
৩১	ভারি	ভরি'
৩৭	অস্ত্যেষ্টি	অন্ত্যেষ্টি
৫৭	মরুৎ	মরুৎ
৯৩	কমণীয়	কমনীয়

ERRATA

Page	As it appears in	Should be read as
৪৮	heer	her
৬৬	Memorium	Memoriam
৭৬	"	"
১০৪	"	"
১২৬	thought	thoughts
১৫৮	"dust to dust"	dust to dust
১৮০	lise	lies

1 2 3 4 5 6 7 8 9

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯